www.banglainternet.com
represents

JINJIR

Kazi Nazrul Islam

জিঞ্জীর

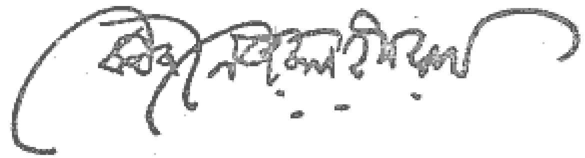

বাংলাইন্টারনেট.কম

সূচিপত্র

বার্ষিক সওগাত	৯
অঘ্রাণের সওগাত	১০
মিসেস্ এম. রহমান	১২
নকীব	১৭
খালেদ	১৮
"সুব্হ্-উম্মেদ"	২৬
খোশ্-আ'মদেদ	৩১
নওরোজ	৩২
ভীরু	৩৬
অগ্র-পথিক	৪০
ঈদ-মোবারক	৪৭
আয় বেহেশ্তে কে যাবি আয়	৫০
চিরঞ্জীব জগ্লুল	৫৩
আমানুল্লাহ্	৫৯
উমর ফারুক	৬২
এ মোর অহঙ্কার	৭২
গ্রন্থ ও রচনা পরিচিতি	৭৭

বাংলাইন্টারনেট.কম

বার্ষিক সওগাত

বন্ধু গো সাকি আনিয়াছ নাকি বরষের সওগাত —
দীর্ঘ দিনের বিরহের পরে প্রিয়-মিলনের রাত।
রঙিন রাখি, শিরীন শারাব, মুরলী, রোবাব্, বীণ,
গুলিস্তানের বুলবুল পাখি, সোনালি রূপালি দিন।
লালা-ফুল সম দাগ-খাওয়া দিল্, নার্গিস্-ফুলী আঁখ,
ইস্পাহানীর হেনা-মাখা হাত, পাত্লি পাত্লি কাঁখ।
নৈশাপুরের গুল্‌বদনীর চিবুক গালের টোল,
রাঙা লেড়কির ভাঙা ভাঙা হাসি, শিরীন্ শিরীন্ বোল।
সুর্মা-কাজল স্তাম্বুলী চোখ, বসোরা গুলের লালী,
নব বোগ্‌দাদী আলিফ-লায়লা, শা'জাদী জুল্‌ফ-ওয়ালী।
পাকা খর্জুর, ডাঁশা আঙ্গুর, টোকো-মিঠে কিসমিস্,
মরু-মঞ্জীর আব-জম্‌জম্, যবের ফিরোজা শিস্।
আশা-ভরা মুখ, তাজা তাজা বুক, নৌ-জোয়ানীর গান,
দুঃসাহসীর মরণ-সাধনা, জেহাদের অভিযান।
আরবের প্রাণ, ফারেসের গান, বাজু নৌ-তুর্কির,
দারাজ দিলীর আফ্‌গানী দিল্, মূরের জখ্‌মী শির।
নীল দরিয়ায় মেসেরের আঁসু, আরাকের টুটা তখ্‌ত্,
বন্দী শ্যামের জিন্দান-খানা, হিন্দের বদ্‌বখ্‌ত্!
তাঞ্জাম-ভরা আঞ্জাম এ যে কিছুই রাখনি বাকি,
পুরানো দিনের হাতে বাঁধিয়াছ নতুন দিনের রাখি।...
চোখের পানির ঝালর-ঝুলানো হাসির খাঞ্চাপোশ
— যেন অশ্রুর গড়খাই-ঘেরা দিল্‌খোস ফেরদৌস্ —
ঢাকিও বন্ধু তব সওগাতী-রেকাবি তাহাই দিয়ে,
দিবসের জ্বালা ভুলে যেতে চাই রাতের শিশির পিয়ে!
বেদনার বানে সয়লাব্ সব, পাইনে সাথীর হাত,
আন গো বন্ধু নূহের কিশ্‌তি — "বার্ষিকী সওগাত।"

বাংলাইন্টারনেট.কম

অঘ্রাণের সওগাত

ঋতুর খাঞ্চা ভরিয়া এল কি ধরণীর সওগাত ?
নবীন ধানের অঘ্রাণে আজি অঘ্রাণ হ'ল মাৎ।
"গিন্নি-পাগল" চা'লের ফিরনি
তশ্‌তরী ভ'রে নবীনা গিন্নি
হাসিতে হাসিতে দিতেছে স্বামীরে, খুশিতে কাঁপিছে হাত।
শিরনি রাঁধেন বড় বিবি,বাড়ি গন্ধে তেলেসমাত!

মিয়া ও বিবিতে বড় ভাব আজি খামারে ধরে না ধান।
বিছানা করিতে ছোট বিবি রাতে চাপা সুরে গাহে গান!
'শাশবিবি' কন, "আহা, আসে নাই
কতদিন হ'ল মেজলা জামাই।"
ছোট মেয়ে কয়, "আম্মা গো, রোজ কাঁদে মেজো বুবুজান!"
দলিজের পান সাজিয়া সাজিয়া সেজো-বিবি লবেজান!

হল্লা করিয়া ফিরিছে পাড়ার দস্যি ছেলের দল।
ময়নামতীর শাড়ি-পরা মেয়ে গয়নাতে ঝলমল!
নতুন পৈঁচি বাজুবন্দ্ প'রে
চাষা-বৌ কথা কয় না গুমোরে,
জারিগান আর গাজীর গানেতে সারা গ্রাম চঞ্চল!
বৌ করে পিঠা "পুর" — দেওয়া মিঠা, দেখে জিভে সরে জল!

মাঠের সাগরে জোয়ারের পরে লেগেছে ভাটির টান।
রাখাল ছেলের বিদায়-বাঁশিতে ঝুরিছে আমন ধান!

সওগাত– উপহার। ফিরনি– পায়েস। শাশবিবি– শাশুড়ি। দলিজ– বহির্বাটী।

কৃষক-কণ্ঠে ভাটিয়ালি সুর
রোয়ে রোয়ে মরে বিদায়-বিধুর!
ধান ভানে বৌ, দু'লে দু'লে ওঠে রূপ-তরঙ্গে বান!
বধূর পায়ের পরশে পেয়েছে কাঠের ঢেঁকিও প্রাণ!

হেমন্ত-গায় হেলান দিয়ে গো রৌদ্র পোহায় শীত!
কিরণ-ধারায় ঝরিয়া পড়িছে সূর্য — আলো-সরিৎ!
দিগন্তে যেন তুর্কি কুমারী
কুয়াশা-নেকাব রেখেছে উতারি'।
চাঁদের প্রদীপ জ্বালাইয়া নিশি জাগিছে একা নিশীথ্!
নতুনের পথ চেয়ে চেয়ে হ'ল হরিৎ পাতারা পীত।

নবীনের লাল ঝাণ্ডা উড়ায়ে আসিতেছে কিশলয়,
রক্ত-নিশান নহে যে রে ওরা রিক্ত শাখার জয়!
'মুজ্‌দা' এনেছে অগ্রহায়ণ —
আসে নৌ-রাজ খোল গো তোরণ!
গোলা ভ'রে রাখ সারা বছরের হাসি-ভরা সঞ্চয়।
বাসি বিছানায় জাগিতেছে শিশু সুন্দর নির্ভয়!

কলিকাতা
১০ই কার্তিক ১৩৩৩

বাংলাইন্টারনেট.কম

নেকাব– আবছা ঘোমটা। মুজ্‌দা– খোশ্‌খবর।

মিসেস্ এম্. রহ্মান

মোহর্‌রমের চাঁদ ওঠার ত আজিও অনেক দেরি,
কেন কার্‌বালা-মাতম উঠিল এখনি আমায় ঘেরি' ?
ফোরাতের মৌজ্ ফোঁপাইয়া ওঠে কেন গো আমার চোখে!
নিখিল-এতিম্ ভিড় ক'রে কাঁদে আমার মানস-লোকে!
মর্সিয়া-খান! গা'স্‌নে অকালে মর্সিয়া শোকগীতি,
সর্বহারার অশ্রু-প্লাবনে সয়্‌লাব হবে ক্ষিতি!...

আজ যবে হায় আমি
কুফার পথে গো চলিতে চলিতে কার্‌বালা-মাঝে থামি,
হেরি চারিধারে ঘিরিয়াছে মোরে মৃত্যু-এজিদ-সেনা,
ভায়েরা আমার দুশ্‌মন-খুনে মাখিতেছে হাতে হেনা,
আমি শুধু হায় রোগ-শয্যায় বাজু কামড়ায়ে মরি!
দানা-পানি নাই পাতার খিমায় নির্জীব আছি পড়ি'!
এমন সময় এল 'দুলদুল' পৃষ্ঠে শূন্য জিন,
শূন্যে কে যেন কাঁদিয়া উঠিল — "জয়নাল আবেদিন!"
শীর্ণ-পাণ্ডা দীর্ণ-পাঁজর পর্ণকুটির ছাড়ি'
উঠিতে পড়িতে ছুটিয়া আসিনু, রুধিল দুয়ার দ্বারী!
বন্দিনী মা'র ডাক শুনি শুধু জীবন-ফোরাত — পারে,
"এজিদের বেড়া পারায়ে এসেছি, যাদু তুই ফিরে যা'রে!"
কাফেলা যখন কাঁদিয়া উঠিল তখন দুপুর নিশা! —
এজিদে পাইব, কোথা পাই হায় আজরাইলের দিশা! —
জীবন ঘিরিয়া ধূ ধূ করে আজ শুধু সাহারার বালি,
অগ্নি-সিন্ধু করিতেছি পান দোজখ করিয়া খালি!

আমি পুড়ি, সাথে বেদনাও পুড়ে, নয়নে শুকায় পানি,
কলিজা চাপিয়া তড়পায় শুধু বুক-ভাঙা কাৎরানি!
মাতা ফাতিমার লাশের ওপর পড়িয়া কাতর স্বরে
হাসান হোসেন কেমন করিয়া কেঁদেছিল, মনে পড়ে!

* * *

অশ্রু-প্লাবনে হাবুডুবু খাই বেদনার উপকূলে,
নিজের ক্ষতিই বড় করি তাই সকলের ক্ষতি ভু'লে!
ভু'লে যাই — কত বিহগ-শিশুরা এই স্নেহ-বট ছায়ে
আমারই মতন আশ্রয় লভি' ভুলেছে আপন মায়ে।
কত সে ক্লান্ত বেদনা-দগ্ধ মুসাফির এরই মূলে
বসিয়া পেয়েছে মা'র তসল্লি, সব গ্লানি গেছে ভু'লে!
আজ তা'রা সবে করিছে মাতম আমার বাণীর মাঝে,
একের বেদনা নিখিলের হ'য়ে বুকে এত ভারি বাজে!
আমারে ঘিরিয়া জমিছে অথই শত নয়নের জল,
মধ্যে বেদনা-শতদল আমি করিতেছি টলমল!
নিখিল-দরদী-দিলের আম্মা! নাহি মোর অধিকার
সকলের মাঝে সকলে ত্যজিয়া শুধু একা কাঁদিবার!
আসিয়াছি মাগো জিয়ারত লাগি' আজি অগ্রজ হ'য়ে
মা-হারা আমার ব্যথাতুর ছোট ভাইবোনগুলি ল'য়ে।
অশ্রুতে মোর অন্ধ দু'চোখ, তবু ওরা ভাবিয়াছে —
হয়ত তোমার পথের দিশা মা জানা আছে মোর কাছে!
জীবন-প্রভাতে দেউলিয়া হ'য়ে যারা ভাষাহীন গানে
ভিড় ক'রে মাগো চলেছিল সব গোরস্থানের পানে,
পক্ষ মেলিয়া আবরিলে তুমি সকলে আকুল স্নেহে,
যত ঘর-ছাড়া কোলাকুলি করে তব কোলে তব গেহে!

"কত বড় তুমি" বলিলে, বলিতে, "আকাশ শূন্য ব'লে
এত কোটি তারা চন্দ্র সূর্য গ্রহে ধরিয়াছে কোলে!

বাংলাইন্টারনেট.কম

শূন্য সে বুক তবু ভরেনি রে, আজো সেথা আছে ঠাঁই,
শূন্য ভরিতে শূন্যতা ছাড়া দ্বিতীয় সে কিছু নাই।"
গোর-পলাতক মোরা বুঝি নাই মাগো তুমি আগে থেকে
গোরস্থানের দেনা শুধিয়াছ আপনারে বাঁধা রেখে!
ভুলাইয়া রাখি গৃহহারাদেরে দিয়া স্ব-গৃহের চাবি
গোপনে মিটালে আমাদের ঋণ — মৃত্যুর মহাদাবি!
সকলেরে তুমি সেবা ক'রে গেলে, নিলে না কারুর সেবা,
আলোক সবারে আলো দেয়, দেয় আলোকেরে আলো কেবা?
আমাদেরও চেয়ে গোপন গভীর কাঁদে বাণী ব্যথাতুর,
থেমে গেছে তার দুলালী মেয়ের জ্বালা-ক্রন্দন-সুর!
কমল-কাননে থেমে গেছে ঝড় ঘূর্ণির ডামাডোল,
কারার বক্ষে বাজে না ক' আর ভাঙন-ডঙ্কা-রোল! —
বসিবে কখন্ জ্ঞানের তখ্‌তে বাঙ্‌লার মুসলিম!
বারে বারে টুটে কলম তোমার না লিখিতে শুধু "মিম্"!

* * *

সে ছিল আরব-বেদুইনদের পথ-ভুলে আসা মেয়ে,
কাঁদিয়া উঠিত হেরেমের উঁচা প্রাচীরের পানে চেয়ে!
সকলের সাথে সকলের মতো চাহিত সে আলো বায়ু,
বন্ধন-বাঁধ ডিঙাতে না পেরে ডিঙাইয়া গেল আয়ু!
সে বলিত,"ঐ হেরেম-মহল নারীদের তরে নহে,
নারী নহে যারা ভুলে বাঁদি-খানা ঐ হেরেমের মোহে!
নারীদের এই বাঁদি ক'রে রাখা অবিশ্বাসের মাঝে
লোভী পুরুষের পশু-প্রবৃত্তি হীন অপমান রাজে!
আপনা ভুলিয়া বিশ্বপালিকা নিত্য-কালের নারী
করিছে পুরুষ-জেলদারোগার কামনার তাবেদারী!
বলে না কোরান, বলে না হাদিস, ইসলামী ইতিহাস,
নারী নর-দাসী, বন্দিনী র'বে হেরেমেতে বারোমাস!
হাদিস কোরান ফেকা ল'য়ে যারা করিছ ব্যবসাদারী,
মানে না ক' তারা কোরানের বাণী — সমান নর ও নারী!
শাস্ত্র ছাঁকিয়া নিজেদের যত সুবিধা বাছাই ক'রে
নারীদের বেলা গুম্ হয়ে রয় গুম্‌রাহ্ যত চোরে!"
দিনের আলোকে ধরেছিলে এই মুনাফেক্‌দের চুরি,
মস্‌জিদে ব'সে স্বার্থের তরে ইস্‌লামে হানা ছুরি!
আমি জানি মা গো আলোকের লাগি' তব এই অভিযান
হেরেম-রক্ষী যত গোলামের কাঁপায়ে তুলিত প্রাণ!
গোলাগুলি নাই, গালাগালি আছে, তাই দিয়ে তারা লড়ে,
বোঝে না ক' থুথু উপরে ছুঁড়িলে আপনারি মুখে পড়ে!
আমরা দেখেছি, যত গালি ওরা ছুঁড়িয়া মেরেছে গায়ে,
ফুল হ'য়ে সব ফুটিয়া উঠিয়া ঝরিয়াছে তব পায়ে!

* * *

কাঁটার কুঞ্জে ছিলে নাগমাতা সদা উদ্যত-ফণা
আঘাত করিতে আসিয়া 'আঘাত' করিয়াছে বন্দনা!
তোমার বিষের নীহারিকা-লোকে নিতি নব নব গ্রহ
জন্ম লভিয়া নিষেধ-জগতে জাগায়েছে বিদ্রোহ!
জহরের তেজ পান ক'রে মাগো তব নাগ-শিশু যত
নিয়ন্ত্রিতের শিরে গাড়িয়াছে ধ্বজা বিজয়োদ্ধত!
মানেনি ক' তা'রা শাসন-ত্রাসন বাধা-নিষেধের বেড়া —
মানুষ থাকে না খোঁয়াড়ে বদ্ধ, থাকে বটে গরু-ভেড়া!

এস্‌ম্-আজম তাবিজের মতো আজো তব রুহ্ পাক
তাদেরে ঘেরিয়া আছে কি তেমনি বেদনায় নির্বাক ?
অথবা 'খাতুনে-জান্নাৎ' মাতা ফাতিমার গুল্‌বাগে
গোলাব-কাঁটায় রাঙা গুল্ হয়ে ফুটেছ রক্তরাগে ?

* * *

তোমার বেদনা-সাগরে জোয়ার জাগিল যাদের টানে,
তা'রা কোথা আজ? সাগর শুকালে চাঁদ মরে কোন্‌খানে?

বাংলাইন্টারনেট.কম

যাহাদের তরে অকালে, আম্মা, জান্ দিলে কোরবান,
তাদের জাগায় সার্থক হোক তোমার আত্মদান!
মধ্যপথে মা তোমার প্রাণের নিবিল যে দীপ-শিখা,
জ্বলুক নিখিল-নারী সীমন্তে হয়ে তাই জয়টিকা!
বন্দিনীদের বেদনার মাঝে বাঁচিয়া আছ মা তুমি,
চিরজীবী মেয়ে, তবু যাই ঐ কবরের ধূলি চুমি'!
মৃত্যুর পানে চলিতে আছিলে জীবনের পথ দিয়া,
জীবনের পানে চলিছ কি আজ মৃত্যুরে পারাইয়া?

কৃষ্ণনগর,
১৫ পৌষ, '৩৩

নকীব

নব-জীবনের নব-উত্থান-আজান ফুকারি' এস নকীব।
জাগাও জড়! জাগাও জীব!

জাগে দুর্বল, জাগে ক্ষুধা-ক্ষীণ
জাগিছে কৃষাণ ধুলায়-মলিন,
জাগে গৃহহীন, জাগে পরাধীন
জাগে মজ্লুম বদ-নসীব!

মিনারে মিনারে বাজে আহ্বান —
'আজ জীবনের নব উত্থান!'
শঙ্কাহরণ জাগিছে, জোয়ান
জাগে বলহীন জাগিছে ক্লীব্,
নব জীবনের নব উত্থান —
আজান ফুকারি' এস নকীব!

হুগলি,
১৩ অগ্রহায়ণ, ১৩৩২

বাংলাইন্টারনেট.কম

খালেদ

খালেদ! খালেদ! শুনিতেছ না কি সাহারার আহা-জারি ?
কত "ওয়েসিস্" রচিল তাহার মরু-নয়নের বারি।
মরীচিকা তা'র সন্ধানী-আলো দিকে দিকে ফেরে খুঁজি'
কোন্ নিরালায় ক্লান্ত সেনানী ডেরা গাড়িয়াছ বুঝি!
বালু-বোর্‌রাকে সওয়ার হইয়া ডাক দিয়া ফেরে 'লু'
তব তরে হায়! পথে রেখে যায় মৃগীরা মেশ্‌ক-বু!
খর্জ্জুর-বীথি আজিও ওড়ায় তোমার জয়ধ্বজা,
তোমার আশায় বেদুইন-বালা আজিও রাখিছে রোজা।
"মোতাকারিব্" — এর ছন্দে উটের সারি দুলে দুলে চলে,
দু'চোখ তাদের দিশাহারা পথে আলেয়ার মত জ্বলে।
"খালেদ! খালেদ!" পথ-মঞ্জিলে ক্লান্ত উটেরা কহে,
"বণিকের বোঝা বহা ত মোদের চিরকেলে পেশা নহে!"
"সুতুর-বানের" বাঁশি শুনে উট উল্লাস-ভরে নাচে,
ভাবে, নকীবের বাঁশরির পিছে রণ-দামামাও আছে।
কুব্জ এ পিঠ খাড়া হ'ত তার সওয়ারের নাড়া পেয়ে,
তল্‌ওয়ার তীর গোর্জ নেজায় পিঠ যেত তার ছেয়ে।
খুন দেখিয়াছে, তূণ বহিয়াছে, নুন বহেনি ক' কভু!
খালেদ! তোমার সুতুর-বাহিনী — সদাগর তার প্রভু!

* * *

বালু ফেড়ে ওঠে রক্ত-সূর্য ফজরের শেষে দেখি,
দুশ্‌মন্-খুনে লাল হ'য়ে ওঠে খালেদী আমামা এ কি!

ওয়েসিস্–মরুদ্যান। মেশ্‌ক-বু–মৃগনাভি-গন্ধ। সুতুরবান–উষ্ট্রচালক। গোর্জ–গদা। নেজা–বল্লম।
মোতাকারিব–আরবি ছন্দের নাম। আমামা–শিরস্ত্রাণ।

খালেদ! খালেদ! ভাঙিবে না কি ও হাজার বছুরী ঘুম ?
মাজার ধরিয়া ফরিয়াদ করে বিশ্বের মজ্‌লুম! —
শহীদ হয়েছ ? ওফাত হয়েছে ? ঝুট্‌বাত্! আল্‌বৎ!
খালেদের জান্-কব্‌জ্ করিবে ঐ মালেকুল্-মৌৎ ?
বছর গিয়াছে গেছে শতাব্দী যুগযুগান্ত কত,
জালিম পারসি রোমক রাজার জুলুমে সে শত শত
রাজ্য ও দেশ গেছে ছারেখারে! দুর্বল নরনারী
কোটি কোটি প্রাণ দিয়াছে নিত্য কত্‌ল্-গাহেতে তারি!
উৎপীড়িতের লোনা আসুঁ-জলে গ'লে গেল কত কাবা,
কত উজ্ তাতে ডুবে ম'ল হায়, কত নূহ্ হ'ল তাবা!
সেদিন তোমার মালেকুল-মৌত্ কোথায় আছিল বসি' ?
কেন সে তখন জালিম রাজার প্রাসাদে প্রাসাদে পশি'
বেছে বেছে ঐ "সঙ্গ-দিল"দের কব্‌জ্ করেনি জান্ ?
মালেকুল-মৌত্ সেদিনো মেনেছে বাদশাহী ফর্‌মান! —
মক্কার হাতে চাঁদ এলো যবে তক্‌দিরে আফ্‌তাব
কুল-মখ্‌লুক দেখিতে লাগিল শুধু ইসলামী খাব্,
শুক্‌নো খবুজ খোর্মা চিবায়ে উমর দারাজ-দিল্,
ভাবিছে কেমনে খুলিবে আরব দিন দুনিয়ার খিল,
এমন সময় আসিল জোয়ান হাথেলিতে হাথিয়ার,
খর্জ্জুর-শিষে ঠেকিয়াছে গিয়া উঁচা উষ্ণীষ তার!
কব্‌জা তাহার সব্‌জা হয়েছে তল্‌য়ার মুঠ ড'লে,
দু'চোখ ঝলিয়া আশার দজ্‌লা ফোরাত পড়িছে গ'লে!
বাজুতে তাহার বাঁধা কোর্-আন, বুকে দুর্মদ বেগ,
আল্‌বোরজের চূড়া গুঁড়া-করা দস্তে দারুণ তেগ!
নেজার ফলক উল্কার সম উগ্রগতিতে ছোটে,
তীর খেয়ে তার আসমান-মুখে তারা-রূপে ফেনা ওঠে!
দারাজ দস্ত যেদিকে বাড়ায় সেইদিক পড়ে ভেঙে,
ভাস্কর-সম যেদিকে তাকায় সেইদিক ওঠে রেঙে!

মাজার–কবর। মজ্‌লুম–উৎপীড়িত। ওফাৎ–মৃত্যু। মালেকুল-মৌৎ–যমরাজ, আজরাইল। জালিম–অত্যাচারী।
আঁসু–অশ্রু। সঙ্গ-দিল্–পাষাণ-প্রাণ। তাবা–বিধ্বস্ত। কত্‌লগাহ্–বধ্যভূমি। কুল-মখ্‌লুক–সারা সৃষ্টি। খাব্–
স্বপ্ন। খবুজ–রুটি। দারাজ-দিল্–উন্নতমনা। আলবোর্‌জ–পারস্যের একটি পর্বত।

বাংলাইন্টারনেট.কম

ওলিদের বেটা খালেদ সে বীর যাহার নামের ত্রাসে
পারস্য-রাজ নীল হয়ে উঠে ঢলে পড়ে সাকি-পাশে!
রোম-সম্রাট্ শারাবের জাম-হাতে থরথর কাঁপে,
ইস্তাম্বুলী বাদশার যত নজুম আয়ু মাপে!
মজলুম যত মোনাজাত ক'রে কেঁদে কয় "এয় খোদা,
খালেদের বাজু শম্‌শের রেখো সহি-সালামতে সদা!"
আজরাইলও সে পারেনি এগুতে যে আজাজিলের আগে,
ঝুঁটি ধরে তার এনেছে খালেদ, ভেড়ী ধরে যেন বাঘে!
মালেকুল্-মৌত্ করিবে কব্‌জ রুহ্ সেই খালেদের? —
হাজার হাজার চামড়া বিছায়ে মাজারে ঘুমায় শের!

*　　　*　　　*

খালেদ! খালেদ! ফজর হ'ল যে, আজান দিতেছে কৌম্,
ঐ শোন শোন — "আস্‌সালাতু খায়র্ মিনান্নৌম!"
যত সে জালিম রাজা-বাদশারে মাটিতে করেছ গুম্
তাহাদেরি সেই খাকেতে খালেদ করিয়া তয়ম্মুম্
বাহিরিয়া এস, হে রণ-ইমাম, জমায়েত আজ ভারি!
আরব, ইরান, তুর্ক, কাবুল দাঁড়ায়েছে সারি সারি!
আব-জম্‌জম্ উথলি' উঠিছে তোমার ওজুর তরে,
সারা ইস্‌লাম বিনা ইমামেতে আজিকে নামাজ পড়ে!
খালেদ! খালেদ! ফজরে এলে না, জোহর কাটানু কেঁদে,
আসরে ক্লান্ত ঢুলিয়াছি শুধু বৃথা তহ্‌রিমা বেঁধে!
এবে কাফনের খেল্‌কা পরিয়া চলিয়াছি বেলা-শেষে,
মগ্‌রেবের আজ নামাজ পড়িব আসিয়া তোমার দেশে!
খালেদ! খালেদ! সত্য বলিব, ঢাকিব না আজ কিছু,
সফেদ দেও আজ বিশ্ববিজয়ী, আমরা হটেছি পিছু!
তোমার ঘোড়ার খুরের দাপটে মরেছে যে পিপীলিকা,
মোরা আজ দেখি জগৎ জুড়িয়া তাহাদেরি বিভীষিকা!

সহি-সালামত–নিরাপদ। শারাবের জাম–মদের পিয়ালা। নজুম–জ্যোতিষী। আজাজিল–শয়তান। রুহ্–জান্। কৌম–জাতি। আস্‌সালাতু খায়রুমিনান্নৌম্–নিদ্রা অপেক্ষা উপাসনা উত্তম। তহ্‌রিমা–নামাজে দাঁড়াইয়া নাভির উপরে-হাত রাখা। তয়ম্মুম–পানির অভাবে মাটি দ্বারা ওজু করা। কদম–পা।

হাঁটিতে হাঁটিতে আসিয়া পড়েছি আখেরি গোরস্থানে,
মগ্‌রেব-বাদে এশার নামাজ পাব কিনা কে সে জানে!
খালেদ! খালেদ! বিবস্ত্র মোরা পরেছি কাফন শেষে,
হাথিয়ার-হারা, দাঁড়ায়েছি তাই তহ্‌রিমা বেঁধে এসে!

ইমামতি তুমি করিবে না জানি, তুমি গাজী মহাবীর,
দিন-দুনিয়ার শহীদ নোয়ায় তোমার কদমে শির!
চারিটি জিনিষ চিনেছিলে তুমি, জানিতে না হের-ফের,
আল্লা, রসুল, ইসলাম আর শের-মারা শম্‌শের!
খিলাফত তুমি চাওনি ক' কভু চাহিলে — আমরা জানি, —
তোমার হাতের বে-দেরেগ তেগ অবহেলে দিত আনি'!
উমর যেদিন বিনা অজুহাতে পাঠাইল ফরমান, —
"সিপাহ্-সালার খালেদ পাবে না পূর্বের সম্মান,
আমার আদেশ — খালেদ ওলিদ সেনাপতি থাকিবে না,
সা'দের অধীনে করিবে যুদ্ধ হয়ে সাধারণ সেনা!"
ঝরা জলপাই-পাতার মতন কাঁপিতে কাঁপিতে সা'দ,
দিল ফর্‌মান, নফ্‌সি নফ্‌সি জপে, গণে পরমাদ!
খালেদ! খালেদ! তাজিমের সাথে ফর্‌মান প'ড়ে চুমি'
সিপা'-সালারের সকল জেওর খুলিয়া ফেলিলে তুমি।
শিশুর মতন সরল হাসিতে বদন উজালা করি'
একে একে সব রেখে দিলে তুমি সা'দের চরণ' পরি!
বলিলে, "আমি ত সেনাপতি হ'তে আসিনি, ইব্‌নে সা'দ,
সত্যের তরে হইব শহীদ, এই জীবনের সাধ!
উমরের নয়, এ যে খলিফার ফর্‌মান, ছি ছি আমি
লঙ্ঘিয়া তাহা রোজ কিয়ামতে হব যশ-বদনামী ?"
মার-মুখো যত সেনাদলে ডেকে ইঙ্গিতে বুঝাইলে,
কুর্নিশ করি' সা'দেরে, মামুলি সেনাবাসে ডেরা নিলে!

কাফন–শবাচ্ছাদন-বস্ত্র। বে-দেরেগ—নির্মম। ফরমান–আদেশ। নফ্‌সি নফ্‌সি–ত্রাহি ত্রাহি। তাজিম–সম্মান। জেওর–অলঙ্কার।

বাংলাইন্টারনেট.কম

সেনাদের চোখে আঁসু ধরে না ক', হেসে কেঁদে তারা বলে, —
"খালেদ আছিল মাথায় মোদের, এবার আসিল কোলে!"
মক্কায় যবে আসিলে ফিরিয়া, উমর কাঁদিয়া ছুটে,
একি রে, খলিফা কাহার বক্ষে কাঁদিয়া পড়িল লুটে!
"খালেদ! খালেদ!" ডাকে আর কাঁদে উমর পাগল-প্রায়
বলে, "সত্যই মহাবীর তুই, বুসা দিই তোকে, আয়!
তখ্‌তের পর তখ্‌ত যখন তোমার তেগের আগে
ভাঙিতে লাগিলে,হাতুড়ি যেমন বাদামের খোসা ভাঙে, —
ভাবিলাম বুঝি তোমারে এবার মুগ্ধ আরব-বাসি
সিজ্‌দা করিবে, বীরপূজা বুঝি আসিল সর্বনাশী!
পরীক্ষা আমি করেছি খালেদ, ক্ষমা চাই ভাই ফের,
আজ হতে তুমি সিপাহ্‌-সালার ইসলাম জগতের!"

*   *   *

খালেদ! খালেদ! কীর্তি তোমার ভুলি নাই মোরা কিছু,
তুমি নাই তাই ইসলাম আজ হটিতেছে শুধু পিছু।
পুরানো দামামা পিটিয়া পিটিয়া ছিঁড়িয়া গিয়াছে আজ,
আমামা অস্ত্র ছিল না ক' তবু দামামা ঢাকিত লাজ!
দামামা ত আজ ফাঁসিয়া গিয়াছে, লজ্জা কোথায় রাখি,
নামাজ রোজার আড়ালেতে তাই ভীরুতা মোদের ঢাকি!
খালেদ! খালেদ! লুকাব না কিছু, সত্য বলিব আজি,
ত্যাগী ও শহীদ হওয়া ছাড়া মোরা আর সব হ'তে রাজি!
রীশ্‌-ই বুলন্দ্‌, শেরওয়ানী, চোগা, তসবি ও টুপি ছাড়া
পড়ে না ক' কিছু, মুসলিম-গাছ ধ'রে যত দাও নাড়া!

*   *   *

খালেদ! খালেদ! সবার অধম মোরা হিন্দুস্থানী,
হিন্দু না মোরা মুস্‌লিম তাহা নিজেরাই নাহি জানি!

বাংলাইন্টারনেট.কম

ডেরা-বাসস্থান। বুসা-চুম্বন। সিজদা-প্রণতি।

সকলের শেষে হামাগুড়ি দিই, — না, ব'সে ব'সে শুধু
মুনাজাত করি, চোখের সুমুখে নিরাশা-সাহারা ধূ ধূ!
দাঁড়ায়ে নামাজ পড়িতে পারি না, কোমর গিয়াছে টুটি',
সিজ্‌দা করিতে "বাবা গো" বলিয়া ধূলিতলে পড়ি লুটি'!
পিছন ফিরিয়া দেখি লাল-মুখ আজরাইলের ভাই,
আল্লা ভুলিয়া বলি, "প্রভু মোর তুমি ছাড়া কেহ নাই!"
টক্কর খেতে খেতে শেষে এই আসিয়া পড়েছি হেথা,
খালেদ! খালেদ! রি রি করে বুকে পরাধীনতার ব্যথা!
বিশ্ব যখন এগিয়ে চলেছে আমরা তখনো বসে
বিবি-তালাকের ফতোয়া খুঁজেছি ফেকা ও হাদিস চ'ষে!
হানফী ওহাবী লা-মজ্‌হাবীর তখনো মেটেনি গোল,
এমন সময় আজাজিল এসে হাঁকিল "তল্‌পি তোল্‌!"
ভিতরের দিকে যত মরিয়াছি, বাহিরের দিকে তত
গুনতিতে মোরা বাড়িয়া চলেছি গরু ছাগলের মত!
খালেদ! খালেদ! এই পশুদের চামড়া দিয়ে কি তবে
তোমার পায়ের দুশমন-মারা দুটো পয়জারও হবে?
হায় হায় হায়, কাঁদে সাহারায় আজিও তেমনি ও কে?
দজ্‌লা-ফোরাত নতুন করিয়া মাতম করিছে শোকে!
খর্জুর পেকে খোর্মা হইয়া শুকায়ে পড়েছে ঝুরে
আঙুর-বেদানা নতুন করিয়া বেদনার রসে পুরে।
একরাশ শুখো আখ্‌রোট আর বাদাম ছাড়াতে নয়ে
আঙুল ছেঁচিয়া মুখ দিয়া চুষে মৌনা আরবি-বৌএ!
জগতের সেরা আরবের তেজী যুদ্ধ-তাজির চালে
বেদুইন-কবি সঙ্গীত রচি' নাচিতেছে তালে তালে!
তেমনি করিয়া কাবার মিনারে চড়িয়া মুয়াজ্জিন
আজানের সুরে বলে, কোনোমতে আজও বেঁচে আছে দ্বীন!
খালেদ! খালেদ! দেখ দেখ ঐ জমাতের পিছে কা'রা
দাঁড়ায়ে রয়েছে, নড়িতে পারে না, আহা রে সর্বহারা!

মুনাজাত-প্রার্থনা। হানফী ওহাবী লা-মজহাবী—মুসলমানদের বিভিন্ন উপ-সম্প্রদায়। পয়জার-জুতা
তেগ-তলওয়ার। মাতম—শোক-ক্রন্দন। তাজি-ঘোড়া। মুয়াজ্জিন-নামাজের জন্য আহ্বানকারী।

সকলের পিছে নহে বটে তবু জমাত-শামিল নয়,
উহাদের চোখে হিন্দের মত নাই বটে নিদ্-ভয়!
পিরানের সব দামন ছিন্ন, কিন্তু সে সম্মুখে
পেরেশান ওরা তবু দেখিতেছি ভাঙিয়া পড়েনি দুখে!
তক্‌দীর বেয়ে খুন্ ঝরে ওই উহারা মেসেরী বুঝি'।
ট'লে তবু চলে বারে বারে হারে বারে বারে ওরা যুঝি'।
এক হাতে বাঁধা হেম-জিঞ্জীর আর এক হাত খোলা
কী যেন হারামী নেশার আবেশে চক্ষু ওদের ঘোলা!
ও বুঝি ইরাকি ? খালেদ! খালেদ! আরে মজা দেখ ওঠ,
শ্বেত-শয়তান ধরিয়াছে আজ তোমার তেগের মুঠো!
দু'হাতে দু'পায়ে আড়-বেড়ি দেওয়া ও কারা চলিতে নারে,
চলিতে চাহিলে আপনার ভায়ে পিছন হইতে মারে।
মর্দের মত চেহারা ওদের স্বাধীনের মত বুলি,
অলস দু' বাজু দু'চোখে সিয়াহ্ অবিশ্বাসের ঠুলি!
শামবাসী ওরা সহিতে শেখেনি পরাধীনতার চাপ,
তলওয়ার নাই, বহিছে কটিতে কেবল শূন্য খাপ!
খালেদ! খালেদ! মিস্‌মার হ'ল তোমার ইরাক শাম,
জর্ডন নদে ডুবিয়াছে পাক জেরুজালেমের নাম!
খালেদ! খালেদ! দু'ধারী তোমার কোথা সেই তলোয়ার?
তুমি ঘুমায়েছ, তলোয়ার তব সে ত নহে ঘুমাবার!
জং ধরেনি ক' কখনো তাহাতে জঙ্গের খুনে নেয়ে,
হাথেলিতে তব নাচিয়া ফিরেছে যেন বেদুইন মেয়ে!
খাপে বিরামের অবসর তার মেলেনি জীবনে কভু,
জুলফিকার সে দু'খান হয়েছে, ও তেগ টুটেনি তবু!
তুমি নাই তাই মরিয়া গিয়াছে তরবারিও কি তব?
হাত গেছে বলে হাত-যশও গেল? গল্প এ অভিনব!
খালেদ! খালেদ! জিন্দা হয়েছে আবার হিন্দা বুড়ি,

বাংলাইন্টারনেট.কম

পেরেশান–ক্লান্ত। সিয়াহ্–কালো। মিসমার–ধ্বংস। জিন্দা–জীবিত। জঙ্গ–লড়াই।

কত হামজারে মারে যাদুকরী, দেশে দেশে ফেরে উড়ি'!
ও কারা সহসা পর্বত ভেঙে তুহিন স্রোতের মত,
শত্রুর শিরে উন্মাদবেগে পড়িতেছে অবিরত!
আগুনের দাহে গলিছে তুহিন আবার জমিয়া উঠে,
শির উহাদের ছুটে গেল হায়! তবু নাহি পড়ে টুটে!
ওরা মরক্কো মর্দের জাত মৃত্যু মুঠার 'প'রে,
শত্রুর হাতে শির দিয়া ওরা শুধু হাতে পায়ে লড়ে!
খালেদ! খালেদ! সর্দার আর শির পায় যদি মূর
খাসা জুতা তারা করিবে তৈরী খাল দিয়া শত্রুর

খালেদ! খালেদ! জাজিরাতুল সে আরবের পাক মাটি
পলিদ্ হইল, খুলেছে এখানে য়ুরোপ পাপের ভাঁটি!
মওতের দারু পিইলে ভাঙে না হাজার বছরী ঘুম?
খালেদ! খালেদ! মাজার আঁকড়ি' কাঁদিতেছে মজলুম।

খোদার হাবিব বলিয়া গেছেন আসিবেন ঈসা ফের,
চাই না মেহ্‌দী, তুমি এস বীর হাতে নিয়ে শম্‌শের।

কৃষ্ণনগর,
২১শে অগ্রহায়ণ, '৩৩

পলিদ–অপবিত্র।

"সুব্‌হ্‌-উম্মেদ"
[পূর্বাশা]

সর্বনাশের পরে পৌষ মাস
এল কি আবার ইসলামের?
মন্বন্তর-অন্তে কে দিল
ধরণীরে ধন-ধান্য ঢের?
ভুখারির রোজা রমজান পরে
এল কি ঈদের নওরোজা?
এল কি আরব-আহবে আবার
মূর্ত মর্ত-মোর্তজা?
হিজরত ক'রে হজরত কি রে
এল এ মেদিনী-মদিনা ফের?
নতুন করিয়া হিজরী গণনা
হবে কি আবার মুস্‌লিমের?

* * *

বদর-বিজয়ী বদরুদ্দোজা
ঘুচাল কি অমা রৌশ্‌নীতে?
সিজ্‌দা করিল নিজ্‌দ্‌ হেজাজ
আবার 'কাবা'র মস্‌জিদে।
আরবে করিল 'দারুল-হারব' —
ধ'সে পড়ে বুঝি 'কাবা'র ছাদ!
'দীন দীন' রবে শমশের-হাতে
ছুটে শের-নর 'ইব্‌নে সাদ'!

মাজার ফাড়িয়া উঠিল হাজার
জিন্দান-ভাঙা জিন্দা বীর!
গারত হইল করদ হুসেন,
উঁচু হ'ল পুন শির নবীর!
আরব আবার হ'ল আরাস্তা,
বান্দারা যত পড়ে দরুদ।
পড়ে শুক্‌রানা 'আরবা রেকাত'
আর্‌ফাতে যত স্বর্গ-দূত।
ঘোষিল ওহুদ, "আল্লা আহদ!"
ফুকারে তূর্য তুর পাহাড়
মন্দ্রে বিশ্ব-রন্ধ্রে-রন্ধ্রে
মন্ত্র আল্লা-হু-আক্‌বার!
জাগিয়া শুনিনু প্রভাতী আজান
দিতেছে নবীন মোয়াজ্জিন্‌।
মনে হ'ল এল ভক্ত বেলাল
রক্ত এ- দিনে জাগাতে দীন!
জেগেছে তখন তরুণ তুরাণ
গোর চিরে যেন আঙ্গোরায়!
গ্রীসের গরুরী গারত করিয়া
বোঁও বোঁও তলোয়ার ঘোরায়
রংরেজ যেন শম্‌শের যত
লালফেজ-শিরে তুর্কিদের।
লালে-লাল করে কৃষ্ণসাগর
রক্ত-প্রবাল চূর্ণি' ফের।
মোতি-হার সম হাথিয়ার দোলে
তরুণ তুরাণী বুকে পিঠে!
খাট্টা-মেজাজ গাট্টা মারিছে
দেশ-শক্রর গিঁঠে গিঁঠে!

বাংলাইন্টারনেট.কম

মুক্ত চন্দ্র-লাঞ্ছিত ধ্বজা
পতপত ওড়ে তুর্কিতে,
রঙ্গিন আজি ম্লান আস্তানা
সুর্খ্ রঙের সুর্খীতে!
বিরান মুলুক ইরানও সহসা
জাগিয়াছে দেখি ত্যজিয়া নিদ।
মাশুকের বাহু ছাড়ায়ে আশিক
কসম করিছে হবে শহীদ!
লায়লির প্রেমে মজ্‌নুন্ আজি
"লা-এলা"র তরে ধরেছে তেগ।
শিরীন শিঁরীরে ভু'লে ফরহাদ
সারা ইসলাম 'পরে আশেক!
পেশ্‌তা-আপেল-আনার-আঙুর-
নারঙ্গী-শেব-বোস্তানে
মুলতুবি আজ সাকি ও শরাব
দীওয়ান-ই-হাফিজ্ জুজ্‌দানে!
নার্গিস্ লালা লালে-লাল আজি
তাজা খুন মেখে বীর প্রাণের,
ফির্‌দৌসীর রণ-দুন্দুভি
শুনে পিঞ্জরে জেগেছে শের!
হিংসায়-সিয়া শিয়াদের তাজে
শিরাজী-শোণিমা লেগেছে আজ।
নৌ-রুস্তম উঠেছে রুখিয়া
সফেদ দানবে দিয়াছে লাজ?

*   *   *

মরা মরক্কো মরিয়া হইয়া
মাতিয়াছে করি' মরণ-পণ,
স্তম্ভিত হয়ে হেরিছে বিশ্ব —
আজো মুস্‌লিম ভোলেনি রণ!

জ্বালাবে আবার খেদিব-প্রদীপ
গাজী আবদুল করিম বীর,
দ্বিতীয় কামাল রিফ-সর্দার —
স্পেন্ ভয়ে পায়ে নোয়ায় শির!
রিফ শরীফ সে কতটুকু ঠাঁই
আজ তারি কথা ভুবনময়!
মৃত্যুর মাঝে মৃত্যুঞ্জয়ে
দেখেছে যাহারা, তাদেরি জয়!
মেষ-সম যারা ছিল এতদিন
শের হ'ল আজ সেই মেসের!
এ-মেষের দেশ মেষ-ই রহিল
কাফ্রির্ অধম এরা কাফের!
নীল দরিয়ায় জেগেছে জোয়ার,
'মুসা'র উষার টুটেছে ঘুম।
অভিশাপ-'আসা' গর্জিয়া আসে
গ্রাসিবে যন্ত্রী-যাদু-জুলুম।
ফেরাউন আজও মরেনি ডুবিয়া?
দেরি নাই তার, ডুবিবে কা'ল!
জালিম-রাজার প্রাসাদে প্রাসাদে
জ্বলেছে খোদার লাল মশাল!

*   *   *

কাবুল লইল নতুন দীক্ষা
কবুল করিল আপনা জান্।
পাহাড়ী তরুর শুক্‌নো শাখায়
গাহে বুলবুল খোশ্ এলহান!
পামীর ছাড়িয়া আমির আজিকে
পথের ধুলায় খোঁজে মণি!
মিলিয়াছে মরা মরু-সাগরে রে
আব-হায়াতের প্রাণ-খনি!

বাংলাইন্টারনেট.কম

খর-রোদ-পোড়া খর্জুর তরু —
　　　　　তারও বুক ফেটে ক্ষরিছে ক্ষীর!
"সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা"
　　　　　ভারতের বুকে নাই রুধির!
হাসিল আরব ইরান তুরান
　　　　　মরক্কো আফগান মেসের। —
সর্বনাশের পরে পৌষমাস
　　　　　এলো কি আবার ইসলামের?

* * *

কশাই-খানার সাত কোটি মেষ
　　　　　ইহুদেরই শুধু নাই কি প্রাণ?
মার খেয়ে খেয়ে মরিয়া হইয়া
　　　　　উঠিতে এদের নাই কি প্রাণ?
জেগেছে আরব ইরান তুরান
　　　　　মরক্কো আফগান মেসের।
এয় খোদা! এই জাগরণ-রোলে
　　　　　এ-মেষের দেশও জাগাও ফের!

হুগলি,
অগ্রহায়ণ, ১৩৩১

"খোশ্ আ'ম্‌দেদ"*

আসিলে　　কে গো অতিথি উড়ায়ে নিশান সোনালি।
ও চরণ　　ছুঁই কেমনে দুই হাতে মোর মাখা যে কালি॥

দখিনের　　হাল্‌কা হাওয়ায় আস্‌লে ভেসে সুদূর বরাতী।
শবে'রাত　　আজ উজালা গো আঙ্গিনায় জ্বল্‌ল দীপালি॥

অলিবন　　ঝুম্‌কি বাজায়, গায় "মোবারক-বা'দ" কোয়েলা॥
উল্‌সি'　　উপ্‌চে প'ল পলাশ অশোক ডালের ঐ ডালি॥

প্রাচীন ঐ　　বটের ঝুরির দোল্‌নাতে হায় দুলিছে শিশু।
ভাঙা ঐ　　দেউল-চূড়ে উঠল বুঝি নৌ-চাঁদের ফালি॥

এল কি　　অলখ্‌-আকাশ বেয়ে তরুণ হারুণ-আল্‌-রশীদ।
এল কি　　আল্‌-বেরুনী হাফিজ খৈয়াম কায়েস গাজ্জালী॥

সানাইয়া　　ভয়রোঁ বাজায়, নিদ-মহলায় জাগ্‌ল শাহ্‌জাদি।
কারুণের　　রুপার পুরে নূপুর-পায়ে আস্‌ল রূপ-ওয়ালী॥

খুশির এ　　বুলবুলিস্তানে মিলেছে ফর্‌হাদ ও শিরী।
লাল এ　　লায়লি লোকে মজনুঁ হর্দম চালায় পেয়ালী॥

বাসি ফুল　　কুড়িয়ে মালা না-ই গাঁথিলি, রে ফুল-মালি!
নবীনের　　আসার পথে উজাড় ক'রে দে ফুল ডালি॥

পদ্মা
২৭-২-২৭

---
*ঢাকা মুসলিম হলে মুসলিম সাহিত্য-সমাজের বার্ষিক সম্মিলনের উদ্বোধন-গীতি। খোশ্ আমদেদ—স্বাগত। মোবারকবাদ—অভিনন্দন-প্রশস্তি। কারুণ—ধন-কুবের।

নওরোজ

রূপের সওদা কে করিবি তোরা আয় রে আয়,
নওরোজের এই মেলায়!
ডামাডোল আজি চাঁদের হাট
লুট হ'য় রূপ হ'ল লোপাট!
খুলে ফেলে লাজ শরম-টাট
রূপসীরা সব রূপ বিলায়
বিনি-কিম্মতে হাসি-ইঙ্গিতে হেলাফেলায়
নওরোজের এই মেলায়!

শা'জাদা উজির নওয়াব-জাদারা—রূপ-কুমার
এই মেলার খরিদ্-দার!
নও-জোয়ানীর জহুরি ঢের!
খুঁজিছে বিপণি জহরতের,
জহরত নিতে — টেড়া আঁখের
জহর কিনিছে নির্বিকার!
বাহানা করিয়া ছোঁয় গো পিরান জাহানারার
নওরোজের রূপ-কুমার!

ফিরি ক'রে ফেরে শা'জাদী বিবি ও বেগম সা'ব
চাঁদ-মুখের নাই নেকাব?
শূন্য দোকানে পসারিণী
কে জানে কী করে বিকি-কিনি!
চুড়ি-কঙ্কণ রিণিঠিনি
কাঁদিছে কোমল কড়ি রেখাব।
অধরে অধরে দর-কষাকষি—নাই হিসাব!
হেম-কপোল লাল গোলাব।

হেরেম-বাঁদীরা দেরেম ফেলিয়া মাগিছে দিল্,
নওরোজের নও-ম'ফিল!
সাহেব গোলাম, খুনী আশেক,
বিবি বাঁদী, — সব আজিকে এক:
চোখে চোখে পেশ দাখিলা চেক
দিলে দিলে মিল এক সামিল।
বে-পরওয়া আজ বিলায় বাগিচা ফুল-ত'বিল!
নওরোজের নও-ম'ফিল

ঠোঁটে ঠোঁটে আজ মিঠি শরবৎ ঢাল্ উপুড়
রণ্-ঝনায় পা'য় নূপুর।
কিসমিস্-ছেঁচা আজ অধর,
আজিকে আলাপ 'মোখ্তসর'!
কার পায়ে পড়ে কার চাদর,
কাহারে জড়ায় কার কেয়ূর,
প্রলাপ বকে গো কলাপ মেলিয়া মন্-ময়ূর,
আজ দিলের নাই সবুর।
আঁখির নিক্তি করিছে ওজন প্রেম দেদার
তার কাহার অশ্রু-হার।
চোখে চোখে আজ চেনাচেনি,
বিনি মূলে আজ কেনাকেনি,
নিকাশ করিয়া লেনাদেনি
'ফাজিল' কিছুতে কমে না আর!
পানের বদলে মুন্না মাগিছে পান্না-হার!
দিল্ সবার 'বে-কারার'!

বাংলাইন্টারনেট.কম

দেরেম—রৌপ্য-মুদ্রা। ত'বিল—তহবিল। ম'ফিল—সভা। আশেক—প্রেমিক। মোখ্তসর—সংক্ষেপ। মুন্না—সাধারণত বাঁদীর নাম। ফাজিল—অতিরিক্ত। বে-কারার—ধৈর্যহারা।

সাধ ক'রে আজ বরবাদ করে দিল সবাই
নিম্‌খুন কেউ কেউ জবাই!
নিক্‌পিক্‌ করে ক্ষীণ কাঁকাল,
পেশোয়াজ কাঁপে টালমাটাল,
গুরু উরু-ভারে তনু নাকাল,
টলমল আঁখি জল-বোঝাই!
হাফিজ উমর শিরাজ পালায়ে লেখে 'রুবাই'!
নিম্‌খুন কেউ কেউ জবাই!

শিরী লায়লীরে খোঁজে ফরহাদ খোঁজে কায়েস্‌
নওরোজের এই সে দেশ!
ঘুঁড়ে ফেরে হেথা যুবা সেলিম
নূরজাহানের দূর সাকিম,
আরংজিব আজ হইয়া ঝিম্‌
হিয়ায় হিয়ায় চাহে আয়েস!
তখ্‌ত্‌-তাউস কোহিনূর কারো নাই খায়েশ,
নওরোজের এই সে দেশ!

গুলে-বকৌলি উর্বশীর এ চাঁদনী-চক,
চাও হেথায় রূপ নিছক।
শারাব সাকি ও রঙে রূপে
আতর লোবান ধুনা ধূপে
সয়লাব সব যাক ডুবে,
আঁখি-তারা হোক নিষ্পলক
চাঁদো মুখে আঁক কালো কলঙ্ক তিল-তিলক।
চাও হেথায় রূপ নিছক!

হাসিন্‌-নেশায় ঝিম্‌ মেরে আছে আজ সকল
লাল পানির রংমহল।
চাঁদ-বাজারে এ নওরোজের
দোকান ব'সেছে মোমতাজের,
সওদা করিতে এসেছে ফের
শা'জাহান হেথা রূপ-পাগল
হেরিতেছে কবি সুদূরের ছবি
ভবিষ্যতের তাজমহল —
নওরোজের স্বপ্ন-ফল!

কৃষ্ণনগর
১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪

বাংলাইন্টারনেট.কম

নেকাব–মুখাবরণ। রুবাই–চতুষ্পদী কবিতা। খায়েশ–ইচ্ছা। সেলিম–জাহাঙ্গীর। শিরী লায়লী ফরহাদ কায়েস–জগদ্বিখ্যাত প্রেমিক-প্রেমিকা। গুলেবকৌলি–পরীদের রানী।

ভীরু

১

আমি জানি তুমি কেন চাহ না ক' ফিরে।
গৃহকোণ ছাড়ি' আসিয়াছ আজ দেবতার মন্দিরে।
পুতুল লইয়া কাটিয়াছে বেলা
আপনারে ল'য়ে শুধু হেলা-ফেলা,
জানিতে না, আছে হৃদয়ের খেলা আকুল নয়ন-নীরে,
এত বড় দায় নয়নে নয়নে নিমেষের চাওয়া কি রে?
আমি জানি তুমি কেন চাহ না ক' ফিরে॥

২

আমি জানি তুমি কেন চাহ না ক' ফিরে।
জানিতে না আঁখি আঁখিতে হারায় ডুবে যায় বাণী ধীরে।
তুমি ছাড়া আর ছিল না ক' কেহ
ছিল না বাহির ছিল শুধু গেহ,
কাজল ছিল গো জল ছিল না ও উজল আঁখির তীরে।
সে দিনো চলিতে ছলনা বাজেনি ও-চরণ-মঞ্জীরে!
আমি জানি তুমি কেন চাহ না ক' ফিরে॥

৩

আমি জানি তুমি কেন কহ না ক' কথা।
সে দিনো তোমার বনপথে যেতে পায়ে জড়াত না লতা।
সে দিনো বেভুল তুলিয়াছ ফুল
ফুল বিঁধিতে গো বিঁধেনি আঙুল,
মালার সাথে যে হৃদয়ও শুকায়, জানিতে না সে বারতা।
জানিতে না, কাঁদে মুখর মুখের আড়ালে নিসঙ্গতা!
আমি জানি তুমি কেন কহ না ক' কথা॥

৪

আমি জানি তব কপটতা, চতুরালি!
তুমি জানিতে না, ও কপোলে থাকে ডালিম-দানার লালী!
জানিতে না ভীরু রমণীর মন
মধুকর-ভারে লতার মতন
কেঁপে মরে কথা কণ্ঠে জড়ায়ে নিষেধ করে গো খালি।
আঁখি যত চায় তত লজ্জায় লজ্জা পাড়ে গো গালি!
আমি জানি তব কপটতা, চতুরালি!

৫

আমি জানি, ভীরু! কিসের এ বিস্ময়।
জানিতে না কভু নিজেরে হেরিয়া নিজেরি করে যে ভয়।
পুরুষ পুরুষ-শুনেছিলে নাম,
দেখেছ পাথর করনি প্রণাম,
প্রণাম ক'রেছ লুব্ধ দু-কর চেয়েছে চরণ-ছোঁয়া।
জানিতে না, হিয়া পাথর পরশি' পরশ-পাথরও হয়!
আমি জানি, ভীরু, কিসের এ বিস্ময়॥

৬

কিসের তোমার শঙ্কা এ, আমি জানি।
পরানের ক্ষুধা দেহের দু'তীরে করিতেছে কানাকানি।
বিকচ বুকের বকুল-গন্ধ
পাপড়ি রাখিতে পারে না বন্ধ,

বাংলাইন্টারনেট.কম

যত আপনারে লুকাইতে চাও তত হয় জানাজানি।
অপাঙ্গে আজ ভিড় করেছে গো লুকানো যতেক বাণী।
কিসের তোমার শঙ্কা এ, আমি জানি ॥

৭

আমি জানি, কেন বলিতে পার না খুলি'।
গোপনে তোমায় আবেদন তার জানায়েছে বুলবুলি।
যে-কথা শুনিতে মনে ছিল সাধ
কেমনে সে পেল তারি সংবাদ?
সেই কথা বঁধু তেমনি করিয়া বলিল নয়ন তুলি'।
কে জানিত এত যাদু-মাখা তার ও কঠিন অঙ্গুলি।
আমি জানি কেন বলিতে পার না খুলি' ॥

৮

আমি জানি তুমি কেন যে নিরাভরণা,
ব্যথার পরশে হয়েছে তোমার সকল অঙ্গ সোনা।
মাটির দেবীরে পরায় ভূষণ,
সোনার সোনায় কিবা প্রয়োজন?
দেহ-কূল ছাড়ি' নেমেছে মনের অকূল নিরঞ্জনা।
বেদনা আজিকে রূপেরে তোমার করিতেছে বন্দনা।
আমি জানি তুমি কেন যে নিরাভরণা ॥

৯

আমি জানি, ওরা বুঝিতে পারে না তোরে।
নিশীথে ঘুমালে কুমারী বালিকা, বধূ জাগিয়াছে ভোরে।
ওরা সাঁতরিয়া ফিরিতেছে ফেনা,
সুক্তি যে ডোবে — বুঝিতে পারে না!
মুক্তা ফলেছে—আঁখির ঝিনুক ডুবেছে আঁখির লোরে।
বোঝা কত ভার হ'লে—হৃদয়ের ভরাডুবি হয়, ওরে,
অভাগিনী নারী, বুঝাবি কেমন ক'রে ॥

কৃষ্ণনগর
৩২ শ্রাবণ, ১৩৩৪

বাংলাইন্টারনেট.কম

অগ্র-পথিক

অগ্র-পথিক হে সেনাদল,
জোর্ কদম্ চল্ রে চল্ ॥

রৌদ্রদগ্ধ মাটিমাখা শোন্ ভাইরা মোর,
বাসি বসুধায় নব অভিযান আজিকে তোর।
রাখ্ তৈয়ার হাথেলিতে হাথিয়ার জোয়ান,
হান্ রে নিশিত পাশুপতাস্ত্র অগ্নিবাণ!
কোথায় হাতুড়ি কোথা শাবল ?
অগ্র-পথিক রে সেনাদল,
জোর্ কদম্ চল্ রে চল্ ॥

কোথায় মানিক ভাইরা আমার, সাজ্‌রে সাজ্!
আর বিলম্ব সাজে না, চালাও কুচকাওয়াজ্!
আমরা নবীন তেজ-প্রদীপ্ত বীর তরুণ
বিপদ বাধার কণ্ঠ ছিঁড়িয়া শুষিব খুন!
আমরা ফলাব ফুল-ফসল।
অগ্র-পথিক রে যুবাদল,
জোর্ কদম্ চল্ রে চল্ ॥

প্রাণ-চঞ্চল প্রাচী-র তরুণ, কর্মবীর,
হে মানবতার প্রতীক গর্ব উচ্চশির!
দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, তোরা দৃপ্তপদ
সকলের আগে চলিবি পারায়ে গিরি ও নদ,
মরু-সঞ্চর গতি-চপল।
অগ্র-পথিক রে পাঁওদল,
জোর্ কদম্ চল্ রে চল ॥

স্থবির শ্রান্ত প্রাচী-র প্রাচীন জাতিরা সব
হারায়েছে আজ দীক্ষা দানের সে গৌরব।
অবনত-শির গতিহীন তা'রা। মোরা তরুণ
বহিব সে ভার, লব শাশ্বত ব্রত দারুণ
শিখাব নতুন মন্ত্রবল।
রে নব পথিক যাত্রীদল,
জোর্ কদম্ চল্ রে চল্ ॥

আমরা চলিব পশ্চাতে ফেলি' পচা অতীত,
গিরি-গুহা ছাড়ি' খোলা প্রান্তরে গাহিব গীত।
সৃজিব জগৎ বিচিত্রতর, বীর্যবান,
তাজা জীবন্ত সে নব সৃষ্টি শ্রম-মহান,
চলমান-বেগে-প্রাণ-উছল।
রে নবযুগের স্রষ্টাদল,
জোর্ কদম্ চল্ রে চল্ ॥

অভিযান-সেনা আমরা ছুটিব দলে দলে
বনে নদীতটে গিরি-সঙ্কটে জলে-থলে।
লঙ্ঘিব খাড়া পর্বত-চূড়া অনিমিষে,
জয় করি' সব তস্‌নস্ করি, পায়ে পিষে',
অসীম সাহসে ভাঙি' আগল।
না জানা পথের নকীব-দল,
জোর্ কদম্ চল্ রে চল্ ॥

পাতিত করিয়া শুষ্ক বৃদ্ধ অটবীরে
বাঁধ বাঁধি' চলি দুস্তর খর স্রোত-নীরে।
রসাতল চিরি' হীরকের খনি করি' খনন,
কুমারী ধরার গর্ভে করি গো ফুল সৃজন,

বাংলাইন্টারনেট.কম

পায়ে হেঁটে মাপি ধরণীতল!
অগ্র-পথিক রে চঞ্চল,
জোর্ কদম্ চল্ রে চল্ ॥

আমরা এসেছি নবীন প্রাচী-র নবস্রোতে
ভীম পর্বত ক্রকচ-গিরির চূড়া হ'তে
উচ্চ অধিত্যকা প্রণালিকা হইয়া পার
আহত বাঘের পদ-চিন্ ধরি' হয়েছি বা'র;
পতাল ফুঁড়িয়া, পথ-পাগল।
অগ্রবাহিনী পথিক-দল,
জোর্ কদম্ চল্ রে চল্ ॥

আয়র্ল্যান্ড, আরব, মিসর, কোরিয়া, চীন,
নরওয়ে, স্পেন, রাশিয়া-সবার ধারি গো ঋণ।
সবার রক্তে মোদের লোহুর আভাস পাই,
এক বেদনার "কম্‌রেড্" ভাই মোরা সবাই।
সকল দেশের মোরা সকল।
রে চির-যাত্রী পথিক-দল,
জোর্ কদম্ চল্ রে চল্ ॥

বল্‌গা-বিহীন শৃঙ্খল-ছেঁড়া প্রিয় তরুণ!
তোদের দেখিয়া টগবগ করে বক্ষে খুন।
কাঁদি বেদনায়, তবু রে তোদের ভালোবাসায়
উল্লাসে নাচি আপনা-বিভোল, নব আশায়।
ভাগ্য-দেবীর লীলা-কমল,
অগ্রপথিক রে সেনাদল!
জোর্ কদম্ চল্ রে চল্ ॥

তরুণ তাপস! নব শক্তিরে জাগায়ে তোল্।
করুণার নয় — ভয়ঙ্করীর দুয়ার খোল্।
নাগিনী-দশনা রণরঙ্গিনী শস্ত্রকর
তোর দেশ-মাতা, তাহারি পতাকা তুলিয়া ধর্।
রক্ত-পিয়াসী অচঞ্চল
নির্মম-ব্রত রে সেনাদল!
জোর্ কদম্ চল্ রে চল্ ॥

অভয়-চিত্ত ভাবনা-মুক্ত যুবারা, শুন্!
মোদের পিছনে চিৎকার করে পশু, শকুন।
ভ্রুকুটি হানিছে পুরাতন পচা গলিত শব,
রক্ষণশীল বুড়োরা করিছে তারি স্তব
শিবারা চেঁচাক, শিব অটল!
নির্ভীক বীর পথিক-দল,
জোর্ কদম্ চল্ রে চল্ ॥

আগে — আরো আগে সেনা-মুখ যথা করিছে রণ,
পলকে হতেছে পূর্ণ মৃতের শূন্যাসন,
আছে ঠাঁই আছে, কে থামে পিছনে? হ' আগুয়ান!
যুদ্ধের মাঝে পরাজয় মাঝে চলো জোয়ান্!
জ্বাল্ রে মশাল জ্বাল্ অনল!
অগ্রযাত্রী রে সেনাদল,
জোর্ কদম্ চল্ রে চল্ ॥

নতুন করিয়া ক্লান্ত ধরার মৃত শিরায়
স্পন্দন জাগে আমাদের তরে, নব আশায়।
আমাদেরি তা'রা — চলিছে যাহারা দৃঢ় চরণ
সম্মুখ পানে, একাকী অথবা শতেক জন।

বাংলাইন্টারনেট.কম

মোরা সহস্র-বাহু- সবল।
রে চির-রাতের সান্ত্রীদল,
জোর্ কদম্ চল্ রে চল্ ॥

জগতের এই বিচিত্রতম মিছিলে ভাই
কত রূপ কত দৃশ্যের লীলা চলে সদাই! —
শ্রমরত ঐ কালি- মাখা কুলি, নৌ-সারং,
বলদের মাঝে হলধর চাষা দুখের সং,
প্রভুস-ভৃত্য পেষণ-কল, —
অগ্র-পথিক উদাসী-দল,
জোর্ কদম্ চল্ রে চল্ ॥

নিখিল গোপন ব্যর্থ-প্রেমিক আর্ত-প্রাণ,
সকল কারার সকল বন্দী আহত-মান,
ধরার সকল সুখী ও দুঃখী, সৎ, অসৎ,
মৃত, জীবন্ত, পথ-হারা, যারা ভোলেনি পথ, —
আমাদের সাথী এরা সকল।
অগ্র-পথিক রে সেনাদল,
জোর্ কদম্ চল্ রে চল্ ॥

ছুঁড়িতেছে ডাঁটা জ্যোতির্চক্র ঘূর্ণমান
হের পুঞ্জিত গ্রহ-রবি-তারা দীপ্তপ্রাণ;
আলো-ঝলমল দিবস, নিশীথ স্বপ্নাতুর, —
বন্ধুর মত ছেয়ে আছে সবে নিকট-দূর।
এক ধ্রুব সবে পথ-উতল।
নব যাত্রিক পথিক দল,
জোর্ কদম্ চল্ রে চল্ ॥

আমাদের এরা, আছে এরা সবে মোদের সাথ,
এরা সখা-সহযাত্রী মোদের দিবস-রাত।
ভ্রূণ-পথে আসে মোদের পথের ভাবী পথিক,
এ মিছিলে মোরা অগ্র-যাত্রী সুনির্ভীক।
সুগম করিয়া পথ পিছল
অগ্র-পথিক রে সেনাদল,
জোর্ কদম্ চল্ রে চল্ ॥

ওগো ও প্রাচী-র দুলালী দুহিতা তরুণীরা,
ওগো জায়া ওগো ভগিনীরা! ডাকে সঙ্গীরা।
তোমরা নাই গো লাঞ্ছিত মোরা তাই আজি,
উঠুক তোমার মণি-মঞ্জীর ঘন বাজি'
আমাদের পথে চল-চপল।
অগ্র-পথিক তরুণ-দল
জোর্ কদম্ চল্ রে চল্ ॥

ওগো অনাগত মরু-প্রান্তর বৈতালিক!
শুনিতেছি তব আগমনী গীতি দিগ্বিদিক।
আমাদেরি মাঝে আসিতেছ তুমি দ্রুত পায়ে। —
ভিন্-দেশী কবি! থামাও বাঁশরী বট-ছায়ে,
তোমার সাধনা আজি সফল।
অগ্রপথিক চারণ-দল
জোর্ কদম্ চল্রে চল্ ॥

আমরা চাহি না তরল স্বপন, হাল্কা সুখ,
আরাম-কুশন, মখ্মল-চটি, পান্'সে থুক
শান্তির বাণী, জ্ঞান-বানিয়ার বই-গুদাম,
ছেঁদো ছন্দের পল্কা ঊর্ণা, সস্তা নাম,

বাংলাইন্টারনেট.কম

পচা দৌলৎ; — দু'পায়ে দল্!
কঠোর দুখের তাপসদল,
জোর্ কদম্ চল্ রে চল্ ॥

পান্ আহার-ভোজে মত্ত কি যত ঔদরিক ?
দুয়ার জানালা বন্ধ করিয়া ফেলিয়া চিক্
আরাম করিয়া ভুঁড়োরা ঘুমায় ? — বন্ধু, শোন্,
মোটা ডালরুটি, ছেঁড়া কম্বল, ভূমি-শয়ন,
আছে ত মোদের পাথেয়-বল!
ওরে বেদনার পূজারী দল,
মোছ্ রে অশ্রু, চল্ রে চল্ ॥

নেমেছি কি রাতি ? ফুরায় না পথ সুদুর্গম ?
কে থামিস্ পথে ভগ্নোৎসাহ নিরুদ্যম ?
ব'সে নে'খানিক পথ-মঞ্জিলে, ভয় কি ভাই,
থামিলে দু'দিন ভোলে যদি লোকে — ভুলুক্ তাই!
মোদের লক্ষ্য চির-অটল!
অগ্রপথিক ব্রতীর দল,
বাঁধ্ রে বুক, চল্ রে চল্ ॥

শুনিতেছি আমি, শোন্ ঐ দূরে তূর্য-নাদ
ঘোষিছে নবীন ঊষার উদয়-সুসংবাদ!
ওরে ত্বরা কর্! ছুটে চল্ আগে — আরো আগে!
গান গেয়ে চলে অগ্র-বাহিনী, ছুটে চল্ তারো পুরোভাগে!
তোর অধিকার কর্ দখল!
অগ্র-নায়ক রে পাঁওদল!
জোর্ কদম্ চল্ রে চল্ ॥

ঈদ-মোবারক

শত যোজনের কত মরুভূমি পারায়ে গো,
কত বালুচরে কত আঁখি-ধারা ঝরায়ে গো,
বরষের পরে আসিলে ঈদ!
ভুখারির দ্বারে সওগাত বয়ে রিজ্ওয়ানের,
কণ্টক-বনে আশ্বাস এনে গুল্-বাগের,
সাকিরে "জা'মের" দিলে তাগিদ্!

খুশির পাপিয়া পিউ পিউ গাহে দিগ্বিদিক্,
বধূ জাগে আজ নিশীথ-বাসরে নির্ণিমিখ্!
কোথা ফুলদানি, কাঁদিছে ফুল!
সুদূর প্রবাসে ঘুম নাহি আসে কার সখার,
মনে পড়ে শুধু সোঁদা-সোঁদা বাস এলো খোঁপার,
আকুল কবরী উল্ঝলুল্ !!

ওগো কা'ল সাঁঝে দ্বিতীয় চাঁদের ইশারা কোন্
মুজ্দা এনেছে, সুখে ডগমগ মুকুলী মন!
আশাবরী-সুরে ঝুরে সানাই।
আতর সুবাসে কাতর হ'ল গো পাথর-দিল্,
দিলে দিলে আজ বন্ধকী দেনা — নাই দলিল,
কবুলিয়তের নাই বালাই ॥

আজিকে এজিদে হাসেনে হোসেনে গলাগলি,
দোজখে ভেশ্তে ফুলে ও আগুনে ঢলাঢলি,
শিরী ফরহাদে জড়াজড়ি।

বাংলাইন্টারনেট.কম

সাপিনীর মত বেঁধেছে খায়লি কায়েসে গো,
বাহুর বন্ধে চোখ বুঁজে বঁধু আয়েসে গো!
গালে গালে চুমু গড়াগড়ি ॥

দাউ দাউ জ্বলে আজি স্ফূর্তির জাহান্নাম,
শয়তান আজ ভেশ্‌তে বিলায় শারাব-জাম,
দুশ্‌মন দোস্ত্ এক-জামাত!
আজি আরফাত্-ময়দান পাতা গাঁয়ে গাঁয়ে,
কোলাকুলি করে বাদশা-ফকিরে ভায়ে ভায়ে,
কা'বা ধ'রে নাচে "লাত্-মানাত্" ॥

আজি ইসলামী-ডঙ্কা গরজে ভরি' জাহান,
নাই বড় ছোট — সকল মানুষ এক সমান,
রাজা প্রজা নয় কারো কেহ্।
কে আমির তুমি নওয়াব বাদশা বালাখানায় ?
সকল কালের কলঙ্ক তুমি; জাগালে হায়
ইসলামে তুমি সন্দেহ ॥

ইসলাম বলে, সকলের তরে মোরা সবাই,
সুখ-দুখ সম-ভাগ ক'রে নেব সকলে ভাই,
নাই অধিকার সঞ্চয়ের!
কারো আঁখি-জলে কারো ঝাড়ে কি রে জ্বলিবে দীপ ?
দু'জনার হবে বুলন্দ্-নসিব, লাখে লাখে হবে বদ্‌নসিব ?
এ নহে বিধান ইস্‌লামের ॥

ঈদ্-অল্-ফিতর আনিয়াছে তাই নববিধান,
ওগো সঞ্চয়ী, উদ্বৃত্ত যা করিবে দান,
ক্ষুধার অন্ন হোক তোমার!

ভোগের পেয়ালা উপ্‌চায়ে পড়ে তব হাতে,
তৃষ্ণাতুরের হিস্‌সা আছে ও পিয়ালাতে,
দিয়া ভোগ কর, বীর, দেদার ॥

বুক খালি ক'রে আপনারে আজ দাও জাকাত,
ক'রো না হিসাবী, আজি হিসাবের অঙ্কপাত!
একদিন কর ভুল হিসাব।
দিলে দিলে আজ খুন্‌সুড়ি করে দিল্‌লগী,
আজিকে ছায়েলা-লায়েলা-চুমায় লাল যোগী!
জামশেদ বেঁচে চায় শারাব ॥

পথে পথে আজ হাঁকিব, বন্ধু, ঈদ-মোবারক! আস্‌সালাম!
ঠোঁটে ঠোঁটে আজ বিলাব শিরনী ফুল-কালাম!
বিলিয়ে দেওয়ার আজিকে ঈদ!
আমার দানের অনুরাগে-রাঙা ঈদ্‌গা' রে!
সকলের হাতে দিয়ে দিয়ে আজ আপনারে-
দেহ্ নয়, দিল্ হবে শহীদ ॥

কলিকাতা
১৯ চৈত্র, ১৩৩৩

বাংলাইন্টারনেট.কম

আয় বেহেশ্‌তে কে যাবি আয়

আয় বেহেশ্‌তে কে যাবি, আয়
প্রাণের বুলন্দ্‌ দরওয়াজায়,
"তাজা-ব তাজা"-র গাহিয়া গান
চির-তরুণের চির-মেলায়!
আয় বেহেশ্‌তে কে যাবি আয়॥

যুবা-যুবতীর সে দেশে ভিড়,
সেথা যেতে নারে বুঢ্‌ঢা পীর,
শাস্ত্র-শকুন জ্ঞান-মজুর
যেতে নারে সেই হুরী-পরীর
শারাব সাকির গুলিস্তাঁয়।
আয় বেহেশ্‌তে কে যাবি আয়॥

সেথা হর্‌দম খুশির মৌজ,
তীর হানে কালো-আঁখির ফৌজ,
পায়ে পায়ে সেথা আর্জি পেশ,
দিল্‌ চাহে সদা দিল্‌-আফ্‌রোজ,
পিরানে পরান বাঁধা সেথায়।
আয় বেহেশ্‌তে কে যাবি আয়॥

করিল না যারা জীবনে ভুল,
দলিল না কাঁটা, ছেঁড়েনি ফুল,
দারোয়ান হ'য়ে সারা জীবন
আগুলিল বেড়া, ছুঁল না গুল, —
যেতে নারে তা'রা এ-জলসায়।
আয় বেহেশ্‌তে কে যাবি আয়॥

বুড়ো নীতিবিদ্‌ — নুড়ির প্রায়
পেল না ক' একবিন্দু রস
চিরকাল জলে রহিয়া, হায়! —
কাঁটা বিঁধে যার ক্ষত আঙুল
দোলে ফুলমালা তারি গলায়।
আয় বেহেশ্‌তে কে যাবি আয়॥

তিলে তিলে যারা পিষে মারে
অপরের সাথে আপনারে,
ধরণীর ঈদ-উৎসবে
রোজা রে'খে প'ড়ে থাকে দ্বারে,
কাফের তাহারা এ-ঈদ্‌গায়! —
আয় বেহেশ্‌তে কে যাবি আয়॥

বুল্‌বুল গেয়ে ফেরে বলি'
যাহারা শাসায়ে ফুলবনে
ফুটিতে দিল না ফুলকলি;
ফুটিলে কুসুম পায়ে দলি'
মারিয়াছে, পাছে বাস বিলায়!
হারাম তা'রা এ-মুশায়েরায়!
আয় বেহেশ্‌তে কে যাবি আয়॥

হেথা কোলে নিয়ে দিল্‌রুবা
শারাবী গজল গাহে যুবা।
প্রিয়ার বে-দাগ কপোলে গো

বাংলাইন্টারনেট.কম

এঁকে দেয় তিল্ মনোলোভা,
প্রেমের-পাপীর এ-মোজ্‌রায়।
আয় বেহেশ্‌তে কে যাবি আয়॥

আসিতে পারে না হেথা বে-দিন
মৃত প্রাণ-হীন জরা-মলিন
নৌ-জোয়ানীর এ — মহ্‌ফিল
খুন ও শারাব হেথা অ-ভিন্,
হেথা ধনু বাঁধা ফুলমালায়!
আয় বেহেশ্‌তে কে যাবি আয়॥

পেয়ালায় হেথা শহিদী খুন
তলোয়ার-চোঁয়া তাজা তরুণ
আঙুর-হৃদি চুয়ানো গো
গেলাসে শারাব রাঙা অরুণ।
শহীদে প্রেমিকে ভিড় হেথায়।
আয় বেহেশ্‌তে কে যাবি আয়॥

প্রিয়া-মুখে হেথা দেখি গো চাঁদ,
চাঁদে হেরি প্রিয়-মুখের ছাঁদ।
সাধ ক'রে হেথা করি গো পাপ,
সাধ ক'রে বাঁধি বালির বাঁধ
এ রস-সাগরে বালু-বেলায়!
আয় বেহেশ্‌তে কে যাবি আয়॥

কলিকাতা,
১লা পৌষ, ১৩৩৩

চিরঞ্জীব জগ্‌লুল

প্রাচী'র দুয়ারে শুনি কলরোল সহসা তিমির-রাতে,
মেসেরের শের, শির, শম্‌সের — সব গেল এক সাথে।
সিন্ধুর গলা জড়ায়ে কাঁদিতে — দু'তীরে ললাট হানি'
ছুটিয়া চলেছে মরু-বকৌলি 'নীল' দরিয়ার পানি!
আঁচলের তার ঝিনুক মানিক কাদায় ছিটায়ে পড়ে,
সোঁতের শ্যাওলা এলো কুন্তল লুটাইছে বালুচরে!...
মরু-'সাইমুম'-তাঞ্জামে চড়ি' কোন্ পরীবানু আসে ?
'লু' হাওয়া ধরেছে বালুর পর্দা সম্ভ্রমে দুই পাশে!
সূর্য নিজেরে লুকায় টানিয়া বালুর আস্তরণ,
ব্যজনী দুলায় ছিন্ন পাইন-শাখায় প্রভঞ্জন।
ঘূর্ণি-বাঁদীরা 'নীল' দরিয়ায় আঁচল ভিজায়ে আনি'
ছিটাইছে বারি, মেঘ হ'তে মাগি' আনিছে বরফ-পানি।
ও বুঝি মিসর-বিজয়লক্ষ্মী মূরছিতা তাঞ্জামে,
ওঠে হাহাকার ভগ্ন-মিনার আঁধার দীওয়ান-ই আমে!
কৃষাণের গরু মাঠে মাঠে ফেরে, ধরে না ক' আজ হাল,
গম ক্ষেত ভেঙে পানি ব'য়ে যায় তবু নাহি বাঁধে আ'ল।
মনের বাঁধেরে ভেঙেছে যাহার চোখের সাঁতার পানি
মাঠের পানি ও আ'লেরে কেমনে বাঁধিবে সে, নাহি জানি!
হৃদয়ে যখন ঘনায় শাঙন, চোখে নামে বরষাত,
তখন সহসা হয় গো মাথায় এমনি বজ্রপাত!...
মাটিরে জড়ায়ে উপুড় হইয়া কাঁদিছে শ্রমিক কুলি,
বলে,- "মা গো, তোর উদরে মাটির মানুষই হয়েছে ধূলি,
রতন মানিক হয় না ত মাটি, হীরা সে হীরাই থাকে,
মোদের মাথার কোহিনূর মণি — কি করিব বল্ তাকে ?

বাংলাইন্টারনেট.কম

দুর্দিনে মা গো যদি ও -মাটির দুয়ার খুলিয়া খুঁজি,
চুরি করিবি না তুই এ মানিক ? ফিরে পাব হারা পুঁজি ?
লৌহ পরশি' করিনু শপথ, ফিরে নাহি পাই যদি
নতুন করিয়া তোর বুকে মোরা বহাব রক্ত-নদী!"

আভীর-বালারা দুধাল গাভীরে দোহায় না, কাঁদে শুয়ে,
দুম্বা-শিশুরা দূরে চেয়ে আছে দুধ ঘাস নাহি ছুঁয়ে।
মিষ্টি ধারাল মিছরির ছুরি মিস্‌রী মেয়ের হাসি,
হাঁসা পাথরের কুচি-সম দাঁত, — সব যেন আজ বাসি!
আঙুর-লতার অলকগুচ্ছ — ডাঁশা আঙুরের থোপা,
যেন তরুণীর আঙুলের ডগা — হুরী বালিকার খোঁপা,
ঝুরে' ঝুরে' পড়ে হতাদরে আজ অশ্রুর বুঁদ সম!
কাঁদিতেছে পরী, চারিদিকে অরি, কোথায় অরিন্দম!
মরু-নটী তার সোনার ঘুমুর ছুঁড়িয়া ফেলেছে কাঁদি',
হলুদ খেজুর-কাঁধিতে বুঝি বা রয়েছে তাহারা বাঁধি'।
নতুন করিয়া মরিল গো বুঝি আজি মিসরের মমি,
শ্রদ্ধায় আজি পিরামিড যায় মাটির কবরে নমি'!

মিসরে খেদিব ছিল বা ছিল না, ভুলেছিল সব লোক,
জগলুলে পেয়ে ভুলেছিল ওরা সুদান-হারার শোক।
জানি না কখন্ ঘনাবে ধরার ললাটে মহাপ্রলয়,
মিসরের তরে 'রোজ-কিয়ামত' ইহার অধিক নয়।
রহিল মিসর, চ'লে গেল তার দুর্মদ যৌবন,
রুস্তম গেল, নিষ্প্রভ কায়খসরু-সিংহাসন।
কি শাপে মিসর লভিল অকালে জরা যযাতির প্রায়,
জানি না তাহার কোন্ সুত দেবে যৌবন ফিরে তায়।
মিসরের চোখে বহিল নতুন সুয়েজ খালের বান,
সুদান গিয়াছে — গেল আজ তার বিধাতার মহাদান!

'ফেরাউন' ডুবে না মরিতে হায় বিদায় লইল মুসা,
প্রাচী'র রাত্রি কাটিবে না কি গো, উদিবে না রাঙা উষা?

* * *

শুনিয়াছি, ছিল মমির মিসরে সম্রাট ফেরাউন,
জননীর কোলে সদ্যপ্রসূত বাচ্চার নিত খুন!
শুনেছিল বাণী, তাহারি রাজ্যে তারি রাজপথ দিয়া
অনাগত শিশু আসিছে তাহার মৃত্যু-বারতা নিয়া।
জীবন ভরিয়া করিল যে শিশু-জীবনের অপমান
পরের মৃত্যু-আড়ালে দাঁড়ায়ে সে-ই ভাবে, পেল প্রাণ!
জনমিল মুসা, রাজভয়ে মাতা শিশুরে ভাসায় জলে,
ভাসিয়া ভাসিয়া সোনার শিশু গো রাজারই ঘাটেতে চলে।
ভেসে এলো শিশু রানীরই কোলে গো, বাড়ে শিশু দিনে দিনে,
শত্রু তাহারি বুকে চড়ে নাচে, ফেরাউন নাহি চিনে।
এলো অনাগত তারি প্রাসাদের সদর দরজা দিয়া,
তখনো প্রহরী জাগে বিনিদ্র দশ দিক আগুলিয়া!
— রসিক খোদার খেলা,
তারি বেদনায় প্রকাশে রুদ্র যারে করে অবহেলা।...

মুসারে আমরা দেখিনি, তোমায় দেখেছি মিসর-মুনি,
ফেরাউন মোরা দেখিনি, দেখেছি নিপীড়ন ফেরাউনী।
ছোটে অনন্ত সেনা-সামন্ত অনাগত কার ভয়ে,
দিকে দিকে খাড়া কারা-শৃঙ্খল, জল্লাদ ফাঁসি ল'য়ে।
আইন-খাতায় পাতায় পাতায় মৃত্যুদণ্ড লেখা,
নিজের মৃত্যু এড়াতে কেবলি নিজেরে করিছে একা!
সদ্যপ্রসূত প্রতি শিশুটিরে পিয়ায় অহর্নিশ
শিক্ষা দীক্ষা সভ্যতা বলি' তিলে-তিলে-মারা বিষ।
ইহারা কলির নব ফেরাউন ভেল্কি খেলায় হাড়ে,
মানুষে ইহারা না মেরে প্রথমে মনুষ্যত্ব মারে!
মনুষ্যত্বহীন এই সব মানুষেরই মাঝে কবে

বাংলাইন্টারনেট.কম

হে অতি-মানুষ, তুমি এসেছিলে জীবনের উৎসবে।
চারিদিকে জাগে মৃত্যুদণ্ড রাজকারা প্রতিহারী,
এরই মাঝে এলে দিনের আলোক নির্ভীক পথচারী।
রাজার প্রাচীর ছিল দাঁড়াইয়া তোমারে আড়াল করি',
আপনি আসিয়া দাঁড়াইলে তার সকল শূন্য ভরি'!

পয়গম্বর মুসার তবুত ছিল 'আষা' অদ্ভুত,
খোদ সে খোদার প্রেরিত — ডাকিলে আসিতে স্বর্গ-দূত।
পয়গম্বর ছিলে না ক' তুমি — পাওনি ঐশী বাণী,
স্বর্গের দূত ছিল না দোসর, ছিলে না শাস্ত্র-পাণি,
আদেশে তোমার নীল দরিয়ার বক্ষে জাগেনি পথ,
তোমারে দেখিয়া করেনি সালাম কোনো গিরি-পর্বত!
তবুও এশিয়া আফ্রিকা গাহে তোমার মহিমা-গান,
মনুষ্যত্ব থাকিলে মানুষ সর্বশক্তিমান!
দেখাইলে তুমি, পরাধীন জাতি হয় যদি ভয়হারা,
হোক নিরস্ত্র, অস্ত্রের রণে বিজয়ী হইবে তারা।
অসি দিয়া নয়, নির্ভীক করে মন দিয়া রণ জয়,
অস্ত্রে যুদ্ধ জয় করা সাজে — দেশজয় নাহি হয়।
ভয়ের সাগর পাড়ি দিল যেই শির করিল না নিচু,
পশুর নখর দন্ত দেখিয়া হটিল না কভু পিছু,
মিথ্যাচারীর ভ্রূকুটি-শাসন নিষেধ রক্তআঁখি
না মানি' — জাতির দক্ষিণ করে বাঁধিল অভয় রাখী,
বন্ধন যারে বন্দিল হ'য়ে নন্দন-ফুলহার,
না-ই হ'ল সে গো পয়গম্বর নবী দেব অবতার,
সর্ব কালের সর্ব দেশের সকল নর ও নারী
করে প্রতীক্ষা, গাহে বন্দনা, মাগিছে আশিস তারি!

* * *

"এই ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে" হে ঋষি,
তেত্রিশ কোটি বলির ছাগল চরিতেছে দিবানিশি!
গোষ্ঠে গোষ্ঠে আত্মকলহ অজাযুদ্ধের মেলা,
এদের রুধিরে নিত্য রাঙিছে ভারত-সাগর-বেলা।
পশুরাজ যবে ঘাড় ভেঙে খায় একটারে ধরে আসি'
আরটা তখনো দিব্যি মোটায়ে হতেছে খোদার খাসি!
শুনে হাসি পায়, ইহাদেরও নাকি আছে গো ধর্ম জাতি,
রাম-ছাগল আর ব্রহ্ম-ছাগল আরেক ছাগল পাতি!
মৃত্যু যখন ঘনায় এদের কশা'য়ের কল্যাণে,
তখনো ইহারা লাঙুল উঁচায়ে এ উহারে গালি হানে।

ইহাদের শিশু শৃগালে মারিলে এরা সভা ক'রে কাঁদে,
অমৃতের বাণী শুনাতে এদের লজ্জায় নাহি বাধে!
নিজেদের নাই, মনুষ্যত্ব, জানি না কেমনে তা'রা
নারীদের কাছে চাহে সতীত্ব, হায় রে শরম-হারা!
কবে আমাদের কোন্ সে পুরুষে ঘৃত খেয়েছিল কেহ,
আমাদের হাতে তারি বাস পাই, আজো করি অবলেহ!
আশা ছিল, তবু তোমাদেরি মত অতি-মানুষেরে দেখি'
আমরা ভুলিব মোদের এ গ্লানি, খাঁটি হবে যত মেকি।
তাই মিসরের নহে এই শোক এই দুর্দিন আজি,
এশিয়া আফ্রিকা দুই মহাভূমে বেদনা উঠিছে বাজি'!
অধীন ভারত তোমার স্মরণ করিয়াছে শতবার,
তব হাতে ছিল জলদস্যুর ভারত-প্রবেশ-দ্বার!
হে-'বনি ইসরাইলের' দেশের অগ্রনায়ক বীর,
অঞ্জলি দিনু 'নীলেরসলিলে অশ্রু ভাগীরথীর!
সালাম করারও স্বাধীনতা নাই সোজা দুই হাত তুলি'
তব 'ফাতেহা'য় কি দিবে এ জাতি বিনা দুটো বাঁধা বুলি ?
মলয়-শীতলা সুজলা এ দেশে — আশিস করিও খালি-
উড়ে আসে যেন তোমার দেশের মরুর দু'মুঠো বালি।

বাংলাইন্টারনেট.কম

*   *   *

তোমার বিদায়ে দূর অতীতের কথা সেই মনে পড়ে,
মিসর হইতে বিদায় লইল মুসা যবে চিরতরে,
সম্ভ্রমে স'রে পথ ক'রে দিল 'নীল' দরিয়ার বারি,
পিছু পিছু চলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া মিসরের নরনারী,
শ্যেন-সম ছোটে ফেরাউন-সেনা ঝাঁপ দিয়া পড়ে স্রোতে,
মুসা হ'ল পার, ফেরাউন ফিরিল না 'নীল' নদী হ'তে।
তোমার বিদায়ে করিব না শোক, হয়ত দেখিব কা'ল
তোমার পিছনে মরিছে ডুবিয়া, ফেরাউন দজ্জাল!

কৃষ্ণনগর
১৬ই ভদ্র, ১৩৩৪

আমানুল্লাহ্

খোশ আম্‌দেদ আফগান-শের! — অশ্রু-রুদ্ধ কণ্ঠে আজ —
সালাম জানায় মুসলিম-হিন্দ্ শরমে নোয়ায়ে শির বে- তাজ!
বান্দা যাহারা বন্দেগী ছাড়া কি দিবে তাহারা, শাহান্‌শাহ!
নাই সে ভারত মানুষের দেশ! এ শুধু পশুর কতল্‌গাহ!
দস্তে তোমার দস্ত রাখিয়া নাই অধিকার মিলাতে হাত,
রূপার বদলে দু'পায়ে প্রভুর হাত বাঁধা রেখে খায় এ জাত!
পরের পায়ের পয়্‌জার বয়ে হেঁট হল যার উচ্চ শির,
কি হবে তাদের দুটো টুটো বাণী দু'ফোঁটা অশ্রু নিয়ে, আমির!

ভুলিয়া য়ুরোপ-'জোহরা'র রূপে আজিকে 'হারুত-মারুত' প্রায়
কাঁদিছে হিন্দু-মুসলিম হেথা বন্দী হইয়া চির-কারায়;
মোদের পুণ্যে 'জোহরা'র মত সুরূপা য়ুরূপা দীপ্যমান
উর্ধ্ব গগনে। আমরা মর্ত্যে আপনার পাপে আপনি ম্লান!
পশু-পাখি আর তরুলতা যত প্রাণহীন সব হেথা সবাই,
মানুষে পশুতে কশাই-খানাতে এক সাথে হেথা হয় জবাই।
দেখে খুশি হবে — এখানে ঋক্ষ শার্দূলও ভুলি' হিংসা-দ্বেষ
বনে গিয়া সব হইয়াছে ঋষি! সিংহ-শাবক হয়েছে মেষ!

কাবুল-লক্ষ্মী দেহে মনে এই পরাধীনদেরে দেখিয়া কি
রহিল লজ্জা-বেদনায় হায়, বোর্‌কায় তাঁর মুখ ঢাকি'?

তুমি এলে আজ অভিনব বেশে সেই পথ দিয়া, পার্শ্বে যার
স্তূপ হয়ে আছে অখ্যাতি-সহ লাশ আমাদের লাখ হাজার।

বাংলাইন্টারনেট.কম

মামুদ, নাদির শাহ্‌, আব্‌দালী, তৈমুর এই পথ বাহি'
আসিয়াছে। কেহ্‌ চাহিয়াছে খুন, কেহ্‌ চাহিয়াছে বাদশাহী।
কেহ্‌ চাহিয়াছে তখ্‌ত-ই-তাউস, কোহিনূর কেহ্‌, — এসেছে কেউ
খেলিতে সেরেফ্‌ খুশ্‌রোজ হেথা, বন্যার সম এনেছে ঢেউ।
'খঞ্জর' এরা এনেছে সবাই, তুমি আনিয়াছ 'হেলাল' আজ,
তোমারে আড়াল করেনি তোমার তরবারি আর তখ্‌ত্‌ তাজ।

তুমি আসনি ক' দেখাতে তোমায়, দেখিতে এসেছ সকলেরে!
চলেছ, পুণ্য সঞ্চয় লাগি' বিপুল বিশ্ব কাবা হেরে।
হে মহাতীর্থ-যাত্রা-পথিক! চির-রহস্য-ধেয়ানী গো!
ওগো কবি! তুমি দেখেছ সে কোন্‌ অজানা লোকের মায়া-মৃগ?
কখন্‌ কাহার সোনার নূপুর শুনিলে স্বপনে, জাগিয়া তায়
ধরিতে চলেছ সপ্ত সাগর তের নদী আজ পারায়ে, হায়!
তখ্‌ত্‌ তোমার রহিল পড়িয়া, বাসি লাগে নও-বাদশাহী,
মুসাফির সেজে চলেছ শা'জাদা না-জানা অকূলে তরী বাহি'।

সুলেমান-গিরি হিন্দুকুশের প্রাচীর লঙ্ঘি' ডাঙি' কারা,
আদি সন্ধানী যুবা আফ্‌গান, চলেছ ছুটিয়া দিশাহারা!
সুলেমান সম উড়ন্‌-তখ্‌তে চলিলে করিতে দিগ্বিজয়,
কাবুলের রাজা, ছড়ায়ে পড়িলে সারা বিশ্বের হৃদয়-ময়!
শম্‌শের হ'তে কম্‌জোর নয় শিরীন্‌ জবান, জান তুমি,
হাসি দিয়ে তাই করিতেছ জয় অসির অজেয় রণ-ভূমি!

শুধু বাদ্‌শাহী দম্ভ লইয়া আসিতে যদি, এ বন্দী দেশ
ফুলমালা দিয়া না করি' বরণ করিত মামুলি আর্জি পেশ।
খোশামোদ শুধু করিত হয়ত, বলিত না তা'রা "খোশ্‌-আমদেদ্‌"
ভাবিত ভারত 'কাবুলি'তে আর কাবুল-রাজায় নাহি ক' ভেদ।

'আমানুল্লা'রে করি বন্দনা, কাবুল-রাজার গাহি না গান,
মোরা জানি ঐ রাজার আসন মানব জাতির অসম্মান!
ঐ বাদশাহী তখতের নীচে দীন্‌-ই-ইস্‌লাম শরমে, হায়,
এজিদ হইতে শুরু ক'রে আজো কাঁদে আর শুধু মুখ লুকায়!
বুকের খুশির বাদ্‌শাহ্‌ তুমি, — শ্রদ্ধা তোমার সিংহাসন,
রাজাসন ছাড়ি' মাটিতে নামিতে দ্বিধা নাই — তাই করি বরণ।
তোমার রাজ্যে হিন্দুরা আজো বেরাদর-ই-হিন্দ্‌, নয় কাফের,
প্রতিমা তাদের ভাঙোনি, ভাঙোনি একখানি ইট মন্দিরের।
'কাবুলি'রে মোরা দেখিয়াছি শুধু, দেখিনি কাবুল পামীর-চূড়,
দেখেছি কঠিন গিরি মরুভূমি — পিই নাই পানি সে মরুভূর!

আজ দেখি সেথা শত গুলিস্তাঁ বোস্তাঁ চমন কান্দাহার
গজ্‌নী হিরাট পথ্‌মান কত জালালাবাদের ফুল-বাহার!
ঐ খায়বার-পাস দিয়া শুধু আসেনি নাদির আব্‌দালী,
আসে ঐ পথে নারঙ্গী সেব্‌ আপেল আনার ডালি ডালি।
আসে আঙুর পেশ্‌তা বাদাম খোর্মা খেজুর মিঠি মেওয়া,
অঢেল শিরনী দিয়াছে কাবুল, জানে না ক' শুধু সুদ নেওয়া!
কাবুল-নদীর তীরে তীরে ফেরে জাফ্‌রান-ক্ষেতে পিয়ে মধু
আমাদেরি মতো মৌ-বিলাসী গো কত প্রজাপতি কত বঁধু।
সেথায় উছসে তরুণীর শ্বাসে মেশ্‌ক্‌-সুবাস, অধরে মদ,
গাহে বুলবুলি নার্গিস লা'লা আনার-কলির পিয়ে শহদ।...
দেখিয়াছি শুধু কাবুলির দেনা, কাবুলি দাওয়াই, কাবুলি হিং, —
তুমি দিয়ে গেলে কাবুল-বাগের দিল্‌-মহলের চাবির রিং!

বাংলাইন্টারনেট.কম

উমর ফারুক

তিমির রাত্রি — "এশা'র আজান শুনি দূর মস্‌জিদে,
প্রিয়-হারা কার কান্নার মত এ-বুকে আসিয়া বিঁধে!
আমির্‌-উল-মুমেনিন,
তোমার স্মৃতি যে আজানের ধ্বনি — জানে না মুয়াজ্জিন!*
তক্‌বির শুনি' শয্যা ছাড়িয়া চকিতে উঠিয়া বসি,
বাতায়নে চাই — উঠিয়াছে কি রে গগনে মরুর শশী ?
ও-আজান ও কি পাপিয়ার ডাক, ও কি চকোরীর গান ?
মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে ও কি ও তোমারি সে আহ্বান ?
আবার লুটায়ে পড়ি!
"সে দিন গিয়াছে" — শিয়রের কাছে কহিছে কালের ঘড়ি!
উমর! ফারুক! আখেরী নবীর ওগো দক্ষিণ-বাহু!
আহ্বান নয় — রূপ ধরে এস! — গ্রাসে অন্ধতা-রাহু
ইসলাম-রবি, জ্যোতি তার আজ দিনে দিনে বিমলিন!
সত্যের আলো নিভিয়া — জ্বলিছে জোনাকির আলো ক্ষীণ!
শুধু অঙ্গুলি-হেলনে শাসন করিতে এ জগতের
দিয়াছিলে ফেলি' মুহম্মদের চরণে যে-শম্‌শের,
ফির্‌দৌস ছাড়ি' নেমে এস তুমি সেই শম্‌শের ধরি',
আর একবার লোহিত-সাগরে লালে-লাল হয়ে মরি!
নওশার বেশে সাজাও বন্ধু মোদেরে পুনর্বার
খুনের সেহেরা পরাইয়া দাও হাতে বাঁধি হাতিয়ার!
দেখাইয়া দাও — মৃত্যু যথায় রাঙা দুল্‌হিন্‌-সাজে
করে প্রতীক্ষা আমাদের তরে রাঙা রণ-ভূমি মাঝে!

উমর ফারুক – দ্বিতীয় খলিফা। এঁরি নির্দেশক্রমে আজানের প্রচলন হয়। এশা – রাত্রির নামাজ। আমিরুল-মুমেনিন – বিশ্ববাসীদের শ্রেষ্ঠ।

মোদের ললাট-রক্তে রাঙিবে রিক্ত সিঁথি তাহার,
দুলাব তাহার গলায় মোদের লোহ্‌-রাঙা তরবার!
সেনানী! চাই হুকুম!
সাত সমুদ্র তের নদী পারে মৃত্যু-বধূর ঘুম
টুটিয়াছে ঐ যক্ষ-কারায়, সহে না ক' আর দেরি,
নকীব কণ্ঠে শুনিব কখন নব অভিযান ভেরী!...
নাই তুমি নাই, তাই সয়ে যাই জামানার অভিশাপ,
তোমার তখ্‌তে বসিয়া করিছে শয়তান ইন্‌সাফ!
মোরা "আস্‌হাব-কাহাফে"র মতো দিবানিশা দিই ঘুম,
"এশা"র আজান কেঁদে যায় শুধু — নিঃঝুম নিঃঝুম!

কত কথা মনে জাগে,
চড়ি' কল্পনা-বোর্‌রাকে যাই তের শ' বছর আগে,
যেদিন তোমার প্রথম উদয় রাঙা মরু-ভাস্কর,
আরব যে দিন হ'ল আরাস্তা, মরীচিকা সুন্দর।
গোষ্ঠে বসিয়া বালক রাখাল মুহম্মদ সেদিন
বারে বারে কেন হয়েছে উতলা! কোথা বেহেশ্‌তী বীণ
বাজিতেছে যেন! কে যেন আসিয়া দাঁড়ায়েছে তাঁর পিছে,
বন্ধু বলিয়া গলা জড়াইয়া কে যেন সম্ভাষিছে!

মানসে ভাসিছে ছবি —
হয়ত সেদিন বাজাইয়া বেণু মোদের বালক নবী
অকারণ সুখে নাচিয়া ফিরেছে মেষ-চারণের মাঠে!
খেলায়েছে খেলা বাজাইয়া বাঁশি মক্কার মরু-বাটে!
খাইয়াছে চুমা দুম্বা-শিশুরে জড়াইয়া ধরি' বুকে,
উড়ায়ে দিয়েছে কবুতরগুলি আকাশে অজানা সুখে!
সূর্য যেন গো দেখিয়াছে — তার পিছনের অমারাতি
রৌশন-রাঙা করিছে কে যেন জ্বালায়ে চাঁদের বাতি।

বাংলাইন্টারনেট.কম

উঠেছিল রবি আমাদের নবী, সে মহা-সৌরলোকে,
উমর, একাকী তুমি পেয়েছিলে সে আলো তোমার চোখে!
কে বুঝিবে লীলা-রসিকের খেলা! বুঝি ইঙ্গিতে তার
বেহেশ্‌ত্‌-সাথী খেলিতে আসিলে ধরায় পুনর্বার।
তোমার রাখাল-দোস্তের মেষ চরিত সুদূর গোঠে,
হেথা "আজ্‌নান"-ময়দানে তব পরান ব্যথিয়া ওঠে!
কেন কার তরে এ প্রাণ-পোড়ানি নিজেই জান না বুঝি,
তোমার মাঠের উটেরা হারায়, তুমি তা দেখ না খুঁজি!
ইহারই মাঝে বা হয়ত কখন দুঁহু দোঁহা দেখেছিলে,
খেজুর-মেতির গল-হার যেন বদল করিয়া নিলে,
হইলে বন্ধু মেষ-চারণের ময়দানে নিরালায়,
চকিত দেখায় চিনিল হৃদয় চির-চেনা আপনায়!
খেলার প্রভাত কাটিল কখন, ক্রমে বেলা বেড়ে চলে,
প্রভাতের মালা শুকায়ে ঝরিল খর মরু-বালুতলে।
দীপ্ত জীবন-মধ্যাহ্নের রৌদ্র-তপ্ত পথে
প্রভাতের সখা শত্রুর বেশে আসিলে রক্ত-রথে।
আরবে সেদিন ডাকিয়াছে বান, সেদিন ভুবন জুড়ি',
"হেরা"-গুহা হ'তে ঠিকরিয়া ছুটে মহাজ্যোতি বিচ্ছুরি'!
প্রতীক্ষমান তাপসী ধরণী সেদিন শুদ্ধস্নাতা
উদাত্ত স্বরে গাহিতেছিল গো কোরানের সাম-গাথা!
পাষাণের তলে ছিল এত জল, মরুভূমে এত ঢল ?
সপ্ত সাগর সাতশত হ'য়ে করে যেন টলমল!
খোদার হাবিব এসেছে আজিকে হইয়া মানব-মিতা,
পুণ্য-প্রভায় ঝলমল করে ধরা পাপ-শঙ্কিতা।
সেদিন পাথারে উঠিল যে মৌজ্‌ তাহারে শাসন-হেতু
নির্ভীক যুবা দাঁড়াইলে আসি' ধরি' বিদ্রোহ-কেতু!
উদ্ধত রোষে তরবারি তব ঊর্ধ্বে আন্দোলিয়া
বলিলে, "রাঙাবে এ তেগ মুসলমানের রক্ত দিয়া!"

উন্মাদ বেগে চলিলে ছুটিয়া! — এ কি এ কি ওঠে গান?
এ কোন লোকের অমৃত মন্ত্র? কার মহা-আহ্বান?
ফাতেমা — তোমার সহোদরা — গাহে কোরান-অমিয়-গাথা,
এ কোন্‌ মন্ত্রে চোখে আসে জল, হায় তুমি জান না তা'!
উন্মাদ-সম কেঁদে কও, "ওরে, শোনা পুন সেই বাণী!
কে শিখাল তোরে এ গান সে কোন্‌ বেহেশ্‌ত হ'তে আনি'
এ কি হ'ল মোর ? অভিনব এই গীতি শুনি' হায় কেন
সকল অঙ্গ শিথিল হইয়া আসিছে আবেশে যেন!
কি যেন পুলক কি যেন আবেগে কেঁপে উঠি বারে বারে,
মানুষের দুখে এমন করিয়া কে কাঁদিছে কোন্‌ পারে ?"

"আশ্‌হাদু আন্‌-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌" বলি,
কহিল ফাতেমা — "এই সে কোরান, খোদার কালাম গলি,
নেমেছে ভুবনে মুহম্মদের অমর কণ্ঠে, ভাই!
এই ইস্‌লাম, আমরা ইহারি বন্যায় ভেসে যাই!"...

উমর আনিল ইমান। — গরজি' গরজি' উঠিল স্বর
গগন পবন মন্থন করি' — "আল্লাহ্‌ আক্‌বর!"
সম্ভ্রমে-নত বিশ্ব সেদিন গাহিল তোমার স্তব —
"এসেছেন নবী, এত দিনে এল ধরায় মহামানব!"

পয়গম্বর নবী ও রসুল — এঁরা ত খোদার দান!
তুমি রাখিয়াছ, হে অতি-মানুষ, মানুষের সম্মান!
কোরান এনেছে সত্যের বাণী, সত্যে দিয়াছে প্রাণ,
তুমি রূপ — তব মাঝে সে সত্য হয়েছে অধিষ্ঠান।
ইস্‌লাম দিল কি দান বেদনা-পীড়িত এ ধরণীরে,
কোন্‌ নব বাণী শুনাইতে খোদা পাঠাল শেষ নবীরে,–

বাংলাইন্টারনেট.কম

তোমারে হেরিয়া পেয়েছি জওয়াব সে সব জিজ্ঞাসার!
কী যে ইসলাম, হয়ত বুঝিনি, এইটুকু বুঝি তার
উমর সৃজিতে পারে যে ধর্ম, আছে তার প্রয়োজন!
ওগো, মানুষের কল্যাণ লাগি' তারি শুভ আগমন
প্রতীক্ষায় এ দুঃখিনী ধরা জাগিয়াছে নিশিদিন
জরা-জর্জর সন্তানে ধরি' বক্ষে শান্তিহীন!
তপস্বিনীর মত
তাহারি আশায় সেধেছে ধরণী অশেষ দুখের ব্রত।
ইসলাম — সে ত পরশ মানিক তারে কে পেয়েছে খুঁজি'।
পরশে তাহার সোনা হ'ল যারা তাদেরেই মোরা বুঝি।
আজ বুঝি — কেন বলিয়াছিলেন শেষ পয়গম্বর —
"মোর পরে যদি নবী হ'ত কেউ, হ'ত সে এক উমর!

পাওনি ক' "ওহি", হওনি ক' নবী, তাই ত পরান ভরি'
বন্ধু ডাকিয়া আপনার বলি' বক্ষে জড়ায়ে ধরি!
খোদারে আমরা করি গো সেজ্‌দা, রসুলে করি সালাম,
ওঁরা উর্ধ্বের, পবিত্র হয়ে নিই তাঁহাদের নাম,
তোমারে স্মরিতে ঠেকাই না কর ললাটে ও চোখে-মুখে,
প্রিয় হয়ে তুমি আছ হতমান মানুষ জাতির বুকে।
করেছ শাসন অপরাধীদের তুমি করনি ক' ক্ষমা,
করেছ বিনাশ অসুন্দরের। বলনি ক' মনোরমা
মিথ্যাময়ীরে। বাঁধনি ক' বাসা মাটির উর্ধ্বে উঠি'।
তুমি খাইয়াছ দুঃখীর সাথে ভিক্ষার ক্ষুদ খুঁটি।

অর্ধ পৃথিবী করেছ শাসন ধুলার তখ্‌তে বসি'
খেজুর পাতার প্রাসাদ তোমার বারে বারে গেছে খসি'
সাইমুম-ঝড়ে। পড়েছে কুটির, তুমি পড়নি ক' নুয়ে,
উর্ধ্বের যারা — পড়েছে তাহারা, তুমি ছিলে খাড়া ভুঁয়ে!

শত প্রলোভন বিলাস বাসনা ঐশ্বর্যের মদ
করেছে সালাম দূর হ'তে সব, ছুঁইতে পারেনি পদ।
সবারে উর্ধ্বে তুলিয়া ধরিয়া তুমি ছিলে সব নিচে,
বুকে ক'রে সবে বেড়া করি' পার, আপনি রহিলে পিছে!

হেরি পশ্চাতে চাহি —
তুমি চলিয়াছ রৌদ্রদগ্ধ দূর মরুপথ বাহি'
জেরুজালেমের কিল্লা যথায় আছে অবরোধ করি'
বীর মুসলিম সেনাদল তব বহুদিন মাস ধরি'।
দুর্গের দ্বার খুলিবে তাহারা, বলেছে শত্রু শেষে —
উমর যদি গো সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করে এসে।
হায় রে আধেক ধরার মালিক আমিরুল-মুমেনিন
শুনে সে খবর একাকী উষ্ট্রে চলেছে বিরামহীন
সাহারা পারা'য়ে! ঝুলিতে দু'খানা শুকনো 'খবুজ' রুটি,
একটি মশকে একটুকু পানি খোর্মা দু'তিন মুঠি!
প্রহরীবিহীন সম্রাট চলে একা পথে উটে চড়ি'
চলেছে একটি মাত্র ভৃত্য উষ্ট্রের রশি ধরি'!
মরুর সূর্য উর্ধ্ব আকাশে আগুন বৃষ্টি করে,
সে আগুন-তাতে খই সম ফোটে বালুকা মরুর 'পরে।
কিছুদূর যেতে উট হ'তে নামি' কহিলে ভৃত্যে, "ভাই,
পেরেশান বড় হয়েছ চলিয়া! এইবার আমি যাই
উষ্ট্রের রশি ধরিয়া অগ্রে, তুমি উ'ঠে বস উটে;
তপ্ত বালুতে চলি, যে চরণে রক্ত উঠেছে ফুটে'।"

...ভৃত্য দস্ত চুমি'
কাঁদিয়া কহিল, "উমর! কেমনে এ আদেশ কর তুমি ?
উষ্ট্রের পিঠে আরাম করিয়া গোলাম রহিবে বসি'
আর হেঁটে যাবে খলিফা উমর ধরি' সে উটের রশি ?"

বাংলাইন্টারনেট.কম

খলিফা হাসিয়া বলে,
"তুমি জিতে গিয়ে বড় হ'তে চাও, ভাই রে, এমনি ছলে!
রোজ-কিয়ামতে আল্লা যেদিন কহিবে, 'উমর! ওরে,
করেনি খলিফা মুসলিম-জাঁহা তোর সুখ তরে তোরে!'
কি দিব জওয়াব, কি করিয়া মুখ দেখাব রসুলে ভাই ?
আমি তোমাদের প্রতিনিধি শুধু! মোর অধিকার নাই
আরাম সুখের, — মানুষ হইয়া নিতে মানুষের সেবা!
ইস্‌লাম বলে সকলে সমান, কে বড় ক্ষুদ্র কেবা!
ভৃত্য চড়িল উটের পৃষ্ঠে উমর ধরিল রশি,
মানুষে স্বর্গে তুলিয়া ধরিয়া ধুলায় নামিল শশী!
জানি না, সেদিন আকাশে পুষ্প বৃষ্টি হইল কিনা,
কি গান গাহিল মানুষে সেদিন বন্দি' বিশ্ববীণা!
জানি না, সেদিন ফেরেশ্‌তা তব করেছে কি না স্তব, —
অনাগত কাল গেয়েছিল শুধু, "জয় জয় হে মানব!"...

আসিলে প্যালেস্টাইন, পারায়ে দুস্তর মরুভূমি,
ভৃত্য তখন উটের উপরে, রশি ধ'রে চল তুমি!
জর্ডন নদী হও যবে পার, শত্রুরা কহে হাঁকি' —
"যার নামে কাঁপে অর্ধ পৃথিবী, এই সে উমর নাকি ?"
খুলিল রুদ্ধ দুর্গ-দুয়ার! শত্রুরা সম্ভ্রমে
কহিল — "খলিফা আসেনি, এসেছে মানুষ জেরুজালমে!"
সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করি' শত্রু —গির্জা ঘরে
বলিলে, "বাহিরে যাইতে হইবে এবার নামাজ তরে!"
কহে পুরোহিত, "আমাদের এই আঙিনায় গির্জায়,
পড়িলে নামাজ হবে না কবুল আল্লার দর্‌গায়?"
হাসিয়া বলিলে, "তার তরে নয়, আমি যদি হেথা আজ
নামাজ আদায় করি, তবে কাল অন্ধ লোক-সমাজ
ভাবিবে — খলিফা করেছে ইশারা হেথায় নামাজ পড়ি'
আজ হতে যেন এই গির্জারে মোরা মস্‌জিদ করি!
ইস্‌লামের এ নহে ক' ধর্ম, নহে খোদার বিধান,
কারো মন্দির গির্জারে করে ম'জিদ মুসলমান!"
কেঁদে কহে যত ঈসাই ইহুদী অশ্রু-সিক্ত আঁখি —
"এই যদি হয় ইস্‌লাম — তবে কেহ রহিবে না বাকি,
সকলে আসিবে ফিরে
গণতন্ত্রের ন্যায় সাম্যের শুভ্র এ মন্দিরে!"

তুমি নির্ভীক, এক খোদা ছাড়া করনি ক' কারে ভয়,
সত্যব্রত তোমায় তাইতে সবে উদ্ধত কয়।
মানুষ হইয়া মানুষের পূজা মানুষেরি অপমান,
তাই মহাবীর খালেদেরে তুমি পাঠাইলে ফর্‌মান,
সিপাহ্‌-সালারে ইঙ্গিতে তব করিলে মামুলি সেনা,
বিশ্ব-বিজয়ী বীরেরে শাসিতে এতটুকু টলিলে না।

ধরাধাম ছাড়ি' শেষ নবী যবে করিল মহাপ্রয়াণ,
কে হবে খলিফা — হয়নি তখনো কলহের অবসান,
নবী-নন্দিনী বিবি ফাতেমার মহলে আসিয়া সবে
করিতে লাগিল জটলা — ইহার পরে কে খলিফা হবে!
বজ্রকণ্ঠে তুমিই সেদিন বলিতে পারিয়াছিলে —
"নবীসুতা! তব মহল জ্বালাব, এ সভা ভেঙে না দিলে!"

মানব-প্রেমিক! আজিকে তোমারে স্মরি,
মনে পড়ে যত মহত্ত্ব-কথা — সেদিন সে বিভাবরী
নগর-ভ্রমণে বাহিরিয়া তুমি দেখিতে পাইলে দূরে
মায়েরে ঘিরিয়া ক্ষুধাতুর দু'টি শিশু সকরুণ সুরে

বাংলাইন্টারনেট.কম

কাঁদিতেছে আর দুঃখিনী মাতা ছেলেরে ভুলাতে, হায়,
উনানে শূন্য হাঁড়ি চড়াইয়া কাঁদিয়া অকূলে চায়!।
শুনিয়া সকল — কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটে গেলে মদিনাতে
বয়তুল-মাল হইতে লইয়া ঘৃত আটা নিজে হাতে,
বলিলে, "এ সব চাপাইয়া দাও আমার পিঠের 'পরে,
আমি লয়ে যাব বহিয়া এ-সব দুখিনী মায়ের ঘরে!"
কত লোক আসি' আপনি চাহিল বহিতে তোমার বোঝা,
বলিলে, "বন্ধু, আমার এ ভার আমিই বহিব সোজা!
রোজ-কিয়ামতে কে বহিবে বল আমার পাপের ভার ?
মম অপরাধে ক্ষুধায় শিশুরা কাঁদিয়াছে, আজি তার
প্রায়শ্চিত্ত করিব আপনি!" — চলিলে নিশীথ রাতে
পৃষ্ঠে বহিয়া খাদ্যের বোঝা দুখিনীর আঙিনাতে

এত যে কোমল প্রাণ,
করুণার বশে তবু গো ন্যায়ের করনি ক' অপমান!
মদ্যপানের অপরাধে প্রিয় পুত্রেরে নিজ করে
মেরেছ দোর্রা, মরেছে পুত্র তোমার চোখের 'পরে।
ক্ষমা চাহিয়াছে পুত্র, বলেছ পাষাণে বক্ষ বাঁধি' —
"অপরাধ ক'রে তোরি মত স্বরে কাঁদিয়াছে অপরাধী!"

আবু শাহ্‌মার গোরে
কাঁদিতে যাইয়া ফিরিয়া আসি গো তোমারে সালাম ক'রে।

খাস দরবার ভরিয়া গিয়াছে হাজার দেশের লোকে,
"কোথায় খলিফা" কেবলি প্রশ্ন ভাসে উৎসুক চোখে,
একটি মাত্র পিরান কাচিয়া শুকায়নি তাহা বলে'
রৌদ্রে ধরিয়া বসিয়া আছে গো খলিফা আঙিনা-তলে!
...হে খলিফাতুল-মুস্‌লেমিন! হে চীরধারী সম্রাট!
অপমান তব করিব না আজ করিয়া নান্দী পাঠ,

মানুষেরে তুমি বলেছ বন্ধু, বলিয়াছ ভাই, তাই
তোমারে এমন চোখের পানিতে স্মরি গো সর্বদাই!
বন্ধু গো, প্রিয়, এ হাত তোমারে সালাম করিতে গিয়া
ওঠে না ঊর্ধ্বে, বক্ষে তোমারে ধরে শুধু জড়াইয়া!...

মাহিনা মোহর্‌রম —
হাসেন হোসেন হয়েছে শহীদ, জানে শুধু হায় কৌম্‌,
শহীদি বাদশা'! মোর্হরমে যে তুমিও গিয়াছ চলি,
খুনের দরিয়া সাঁতারি' — এ জাতি গিয়াছে গো তাহা ভুলি'!
মোরা ভুলিয়াছি, তুমি ত ভোলনি! আজো আজানের মাঝে
মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে বন্ধু, তোমারি কাঁদন বাজে!
বন্ধু গো জানি, আমাদের প্রেমে আজো ও গোরের বুকে
তেমনি করিয়া কাঁদিছ হায় কত না গভীর দুখে!
ফির্‌দৌস্‌ হ'তে ডাকিছে বৃথাই নবী পয়গম্বর,
মাটির দুলাল মানুষের সাথে ঘুমাও মাটির 'পর!
হে শহীদ! বীর! এই দোয়া ক'রো আরশের পায়া ধরি' —
তোমারি মতন মরি যেন হেসে খুনের সেহেরা পরি'!

মৃত্যুর হাতে মরিতে চাহি না, মানুষের প্রিয় করে
আঘাত খাইয়া যেন গো আমার শেষ নিঃশ্বাস পড়ে!

কলিকাতা
১৬ই পৌষ, ১৩৩৪

বাংলাইন্টারনেট.কম

এ মোর অহঙ্কার

নাই বা পেলাম আমার গলায় তোমার গলার হার,
তোমায় আমি করব সৃজন, এ মোর অহঙ্কার!
এমনি চোখের দৃষ্টি দিয়া
তোমায় যারা দেখ্‌ল প্রিয়া,
তাদের কাছে তুমি তুমিই। আমার স্বপনে
তুমি নিখিল রূপের রানী মানস-আসনে! —

সবাই যখন তোমায় ঘিরে করবে কলরব,
আমি দূরে ধেয়ান-লোকে রচ্‌ব তোমার স্তব।
রচ্‌ব সুরধুনী-তীরে
আমার সুরের উর্বশীরে,
নিখিল কণ্ঠে দুল্‌বে তুমি গানের কণ্ঠে-হার —
কবির প্রিয়া অশ্রুমতী গভীর বেদনার!

যেদিন আমি থাকব্‌ না ক', থাক্‌বে আমার গান,
বলবে সবাই, "কে সে কবির কাঁদিয়েছিল প্রাণ ?"
আকাশ-ভরা হাজার তারা
রইবে চেয়ে তন্দ্রাহারা,
সখার সাথে জাগ্‌বে রাতে, চাইবে আকাশে,
আমার গানে পড়বে মনে আমায় আভাসে!

বুকের তলা করবে ব্যথা, বল্‌বে কাঁদিয়া,
"বন্ধু! সে কে তোমার গানের মানসী প্রিয়া ?"

হাস্‌বে সবাই, গাইবে গীতি, —
তুমি নয়ন-জলে তিতি'
নতুন ক'রে আমার গানে আমার কবিতায়
গহীন নিরালাতে ব'সে খুঁজবে আপনায়!

রাখতে যেদিন নারবে ধরা তোমায় ধরিয়া,
ওরা সবাই ভুলবে তোমায় দু'দিন স্মরিয়া,
আমার গানের অশ্রুজলে
আমার বাণীর পদ্মদলে
দুল্‌বে তুমি চিরন্তনী চির-নবীনা!
রইবে শুধু বাণী, সেদিন রইবে না বীণা!

তৃষ্ণা-"ফোরাত"-কূলে কবে 'সাকিনা'-সমা
এক লহমার হ'লে বধূ, হায় মনোরমা!
মুহূর্ত সে কালের রেখা
আমার গানে রইল লেখা
চিরকালের তরে প্রিয়! মোর সে শুভক্ষণ
মরণ-পারে দিল আমায় অনন্ত জীবন।

নাই বা পেলাম কণ্ঠে আমার তোমার কণ্ঠহার,
তোমায় আমি করব সৃজন এ মোর অহঙ্কার!
এই ত আমার চোখের জলে,
আমার গানে সুরের ছলে,
কাব্যে আমার, আমার ভাষায়, আমার বেদনায়,
নিত্যকালের প্রিয়া আমায় ডাক্‌ছ ইশারায়!...

চাই না তোমায় স্বর্গে নিতে, চাই এ ধূলাতে
তোমার পায়ে স্বর্গ এনে ভুবন ভুলাতে!

বাংলাইন্টারনেট.কম

ঊর্ধ্বে তোমার — তুমি দেবী,
কি হবে মোর সে-রূপ সেবি'!
চাই না দেবীর দয়া, যাচি প্রিয়ার আঁখিজল,
একটু দুঃখে অভিমানে নয়ন টলমল!

যেমন ক'রে খেল্‌তে তুমি কিশোর বয়সে —
মাটির মেয়ের দিতে বিয়ে মনের হরষে,
বালু দিয়ে গড়তে গেহ,
জাগ্‌ত বুকে মাটির স্নেহ,
ছিল না ত স্বর্গ তখন সূর্য তারা চাঁদ,
তেম্‌নি ক'রে খেল্‌বে আবার পাত্‌বে মায়া-ফাঁদ!

মাটির প্রদীপ জ্বালবে তুমি মাটির কুটিরে,
খুশির রঙে কর্‌বে সোনা ধূলি-মুঠিরে।
আধখানা চাঁদ আকাশ 'পরে
উঠ্‌বে যবে গরব-ভরে
তুমি বাকি আধখানা চাঁদ হাস্‌বে ধরাতে,
তড়িৎ ছিঁড়ে পড়্‌বে তোমার খোঁপায় জড়াতে!

তু[illegible] আমার বকুল যুঁথি — মাটির তারা-ফুল
ঈদের প্রথম চাঁদ গো তোমার কানের পার্শি দুল!
কুস্‌মী -রাঙা শাড়িখানি
চৈতি সাঁঝে পর্‌বে রানী,
আকাশ-গাঙে জাগ্‌বে জোয়ার রঙের রাঙা বান,
তোরণ-দ্বারে বাজ্‌বে করুণ বারোয়াঁ মূলতান।

আমার-রচা গানে তোমায় সেই বেলাশেষে
এম্‌নি সুরে চাইবে কেহ পর্‌দেশী এসে!
রঙিন সাঁঝে ঐ আঙিনায়
চাইবে যারা, তাদের চাওয়ায়
আমার চাওয়া রইবে গোপন! — এ মোর অভিমান,
যাচ্‌বে যারা তোমায়, রচি তাদের তরে গান!

নাই বা দিলে ধরা আমার ধরার আঙিনায়,
তোমায় জিনে গেলাম সুরের স্বয়ম্বর-সভায়!
তোমার রূপে আমার ভুবন
আলোয় আলোয় হ'ল মগন,
কাজ কি জেনে কাহার আশায় গাঁথ্‌ছ ফুল-হার
আমি তোমার গাঁথ্‌ছি মালা এ মোর অহঙ্কার!

কৃষ্ণনগর
২৬ চৈত্র, ১৩৩৪

বাংলাইন্টারনেট.কম
for more eXclusive Bangla eBook, visit us @ Banglainternet.com